NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ অক্ষয় তৃতীয়ায় মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরগুলির সংস্কার শুরু: শুভেন্দু

হাওড়ায় ৮ ঘণ্টা রেললাইনে পড়ে রইল মৃতদেহ ২

কলকাতা ২৯ এপ্রিল ২০২৫ ১৫ বৈশাখ, ১৪৩২ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.04.2025, Vol.18, Issue No. 317, 8 Pages, Price 3.00

বৈভব সূর্যবংশী। বিস্ময় বালক যেন! সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে রাজস্থানের হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে খেললেন ৩৮ বলে ১০১ রানের রেকর্ড ইনিংস। ১৪ বছরেই কামাল করে দেন বৈভব। ২০২৫ আইপিএলে ১৭ বলে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড করেন প্রথমে। এরপর প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৩৫ বলে দ্রুততম সেঞ্চুরি করেন তিনি। আইপিএলে দ্রুততম সেঞ্চুরিটি আছে ক্রিস গেইলের (৩০ বলে)। ১০১ রানের ইনিংসে সাজানো ছিল ৭ চার ও ১১ ছয়।

প্রধানমন্ত্রী-রাজনাথ সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার দিল্লিতে নিজ বাসভবনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চলা এই বৈঠকে পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা এবং পরবর্তী পদক্ষেপের প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয়। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় গোটা দেশ যখন ক্ষুব্ধ, এই সময়ে মোদি ও রাজনাথের মধ্যে এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগে রবিবার চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উত্তপ্ত আবহে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হল।

একদিকে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি তুঙ্গে, অন্যদিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের জন্য সরকারের প্রস্তুতি বাড়ছে। বিশেষত, পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানকে কড়া জবাব দেওয়ার জন্য সেনা ও প্রশাসন যে পরিকল্পনা করেছে, সেটি রাজনাথ সিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জানাতে যান বলেই খবর। ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গিরা বেছে বেছে ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে হত্যা করেছিল, যা গোটা দেশের নিরাপত্তার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। হামলার পর ভারতের সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন একেবারে অ্যাকশন মোডে চলে আসে। উপত্যকায় সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়ানো হয়েছে এবং সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

ভারতের নৌসেনা এবং বায়ুসেনার মহড়া চলছেই, যাতে সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কী ভাবে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে, তার জন্য বিভিন্ন কৌশলও প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন পাকিস্তানকে পালটা ব্যবস্থা নিতে সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনা শুরু হয়। এই সব কিছুই গত রবিবার, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল

চৌহানের সঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বৈঠকে আলোচনা হয়।

এই বৈঠকের পর এদিন রাজনাথ সিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তার রিপোর্ট পেশ করতে গিয়েছেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী, সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে কী ভাবে প্রতিরোধ করা হবে, তা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। সরকারের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী ও প্রশাসন আরও কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে, যা ভারতের নিরাপত্তা এবং স্বার্থের প্রতি আরও নজর দেবে।

পহেলগাঁও হামলার পর ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কও পাকিস্তানের সঙ্গে গভীর ভাবে অবনতি হয়েছে। ভারত পাকিস্তানিদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করেছে এবং সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গত কয়েকদিনে পাকিস্তানকে বিভিন্ন স্তরে চাপে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে, সিন্ধু জল চুক্তিও স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে, যাতে পাকিস্তানের ওপর আরও চাপ বাড়ানো যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনাথ সিংয়ের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা এখন পরিপূর্ণ রূপ নিতে চলেছে। সরকার যে মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নেবে, তা সমগ্র দেশবাসীর কাছে একটি বড় বার্তা হতে চলেছে। সরকারের এই কঠোর পদক্ষেপের ঘোষণার পর সাধারণ জনগণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর বাসিন্দারা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এরই মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী নিজেদের প্রস্তুতি বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে শান্ত থাকতে এবং নিরাপদ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের যে টানাপোড়েন চলছে, তা আরও তীব্র হতে পারে যদি ভারত আরও বড় পদক্ষেপ করে। তবে, জনগণের মধ্যে আতঙ্ক না ছড়িয়ে আরও ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের। রাজনাথ সিংয়ের প্রধানমন্ত্রীর এদিনের সাক্ষাৎ এবং রিপোর্টের পর কূটনৈতিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপের ভিত্তিতে আগামী দিনগুলোতে ভারতীয় জনগণ বড় ধরনের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করতে পারে।

পর্যটন-আধ্যাত্মিকতার মিশেল দিঘায় মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা: বাংলার সৈকত শহর দিঘা এবার হয়ে উঠতে চলেছে 'শ্রীক্ষেত্র দিঘা'। মাঙ্গলিক শঙ্খের সুরে মুখরিত দিঘা। সৈকতনগরীতে উৎসবের মেজাজ। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যতিথিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হতে চলেছে নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির। সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ কপ্টারে দিঘা পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী, সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার।

এদিন মন্দিরের অন্দরের নিরাপত্তা, পুজার্চনার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দিঘার পর্যটনে আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে নতুন মাত্রা যোগ হবে। তিনি বলেন, 'এই সমুদ্রের পাড়েই শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের প্রেমে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায়, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা জমা হবেন দিঘায়। তাঁদের আতিথেয়তায় যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে সেদিকে নজর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। মমতা বলেন, 'এখানে এখন আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হবে, যার ফলে শত শত ভক্ত এখানে আসবেন। পর্যটন ও আধ্যাত্মিকতার মিশেলে এখানকার ব্যবসা নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে।'

মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে দিঘায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আশপাশের জেলা থেকেও পুলিশ কর্মীদের আনা হয়েছে এবং জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বুধবার দুপুর আড়াইটে থেকে মন্দিরের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান শুরু হবে। এছাড়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে বলেন, 'সবাই ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখুন, ভালো থাকুন।'

এই উদ্যোগে শ্রীচৈতন্যদেবের ইতিহাসের প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে, যা বাংলার সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে এলাকার মানুষদের মধ্যে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দির রাজস্থানের গোলাপি বেলেপাথর দিয়ে তৈরি।

অন্তত ৮০০ কারিগর দিঘায় আসেন মন্দির নির্মাণের কাজে। একইভাবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার বা মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সামনে রয়েছে কালো রঙের অরুণ স্তম্ভ। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সামনে কালো পাথরে তৈরি ৩৪ ফুট লম্বা ১৮ মুখী অরুণ স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে। আর এই স্তম্ভের মাথায় রয়েছে অরুণা মূর্তি। অরুণ স্তম্ভের সামনের সিংহদ্বারে ঢুকলেই পুরীর মতোই সোজাসুজি জগন্নাথের মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। দিঘার মন্দিরে পাথরের তৈরি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি রয়েছে। পুজো হবে নিমকাঠের তৈরি মূর্তিতে। নিয়ম মেনে ৩০ এপ্রিল হবে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ ৭ মে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি প্রতিনিধি (ডঃ) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। সেই বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (ঢক্ষ্ণছ(ক্ক) ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামী ৭ই মে, ২০২৫ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে বিধ্যাসাগর ভবন, সল্টলেক থেকে এক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে ফল ঘোষণা করা হবে। ফলাফল জানা যাবে সেই দিন বিকেল ২টো থেকে।

ফলাফল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে অনলাইনে দেখা এবং ডাউনলোড করা যাবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা নীচের ওয়েবসাইটগুলোতে গিয়ে ফলাফল পরীক্ষা করতে পারবেন

1. result.wb.gov.in
2. results.digilocker.gov.in
3. www.indiaresults.com
4. timesofindia.indiatimes.com
5. bangla.hindustantimes. com
6. indianexpress.com
7. jagranjosh.com

৮ মে, ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ৫৫টি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান শিক্ষক/শিক্ষক-ইন-চার্জদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ৮ মে, ২০২৫-এর মধ্যে এসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

পর্যটকদের সুরক্ষার দায় নিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা ওমরের

শ্রীনগর, ২৮ এপ্রিল: পর্যটকদের সুরক্ষার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় একদিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। এদিন বিধানসভায় পহেলগাঁও কাণ্ড নিয়ে নিন্দাপ্রস্তাব পাশ হয়। বিধানসভায় বক্তৃতার সময়ে পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন ওমর। ওমর বলেন, গোটা ঘটনায় তিনি ব্যথিত। কিন্তু পহেলগাঁও হামলাকে হাতিয়ার করে তিনি কখনওই কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা চাইবেন না।

সোমবার কাশ্মীর বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওমর বলেন, 'পহেলগাঁও হামলা গোটা দেশকে প্রভাবিত করেছে। গত ২১ বছরে এমন হামলা দেখেনি বৈসরন। আমি জানি না মৃতদের পরিবারকে কী ভাবে সান্ত্বনা দেব।' নিজেকে কাশ্মীরের 'গৃহকর্তা' হিসাবে তুলে ধরে ওমর বলেন, 'পর্যটকদের নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু সেটা করতে পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার ভাষাও নেই আমার।'

বস্তুত, গত মঙ্গলবার পর্যটকদের ওপর যখন জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছিলেন, তখন এক স্থানীয় সহিস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সৈয়দ আদিল নামে ওই সহিসের কথাও সোমবার বিধানসভায় তুলে ধরেন ওমর। তিনি বলেন, 'আদিল নিজের জীবনের কথা না-ভেবে অনেক পর্যটকের প্রাণ রক্ষা করেছেন। পালিয়ে যাওয়ার বদলে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পর্যটকদের রক্ষা করতে নিজের প্রাণ দিয়েছেন।' অন্য সহিস এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যে ভাবে পর্যটকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সে কথাও বিধানসভায় তুলে ধরেন তিনি।

'পহেলগাঁও হামলা গোটা দেশকে প্রভাবিত করেছে। গত ২১ বছরে এমন হামলা দেখেনি বৈসরন। আমি জানি না মৃতদের পরিবারকে কী ভাবে সান্ত্বনা দেব। পর্যটকদের নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু সেটা করতে পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার ভাষাও নেই আমার।'

---ওমর আবদুল্লা

পহেলগাঁও হামলার পরে অনেকেই আঙুল তুলেছেন ওমর আবদুল্লা সরকারের দিকে। তাঁদের মত, দীর্ঘ ১০ বছর পরে কাশ্মীরে নির্বাচন হয়েছে এবং জিতেছে ইন্ডিয়া জোট। তারপরেই জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি। কিন্তু কাশ্মীরের সেনা বা পুলিশ-কোনও কিছুর ওপরেই কাশ্মীর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। তা সত্ত্বেও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজের ব্যর্থতা মেনে নিয়েছেন ওমর আবদুল্লা।

তিনি আরও জানিয়েছেন, পহেলগাঁও হামলাকে ব্যবহার করে মোটেও কাশ্মীরের অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবি করবেন না তিনি। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'পহেলগাঁও হামলার পর আমি কোন মুখে কাশ্মীরের জন্য পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা দাবি করব? আগে আমরা এই দাবি করেছি, আগামী দিনেও করব। কিন্তু এখন যদি কেন্দ্রের কাছে গিয়ে বলি যে ২৬ জনের এভাবে মৃত্যু হয়েছে এখন আমাদের রাজ্যের মর্যাদা দাও, সেটা আমার পক্ষে খুবই লজ্জাজনক হবে। আমার রাজনীতি কি এতই সস্তা?' বস্তুত, কেন্দ্রীয় সরকার বা জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে এই প্রথম প্রথম সারির কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি প্রকাশ্যে ঘটনায় ব্যর্থতার দায় স্বীকার করলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর থেকেই অঙ্গরাজ্যের স্বীকৃতি চেয়ে সুর চড়িয়েছে কাশ্মীর। তবে ২০২৪ সালে নির্বাচন হলেও পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি এখনও মেলেনি ভূস্বর্গের।

ফের বিক্ষোভে স্তব্ধ শহর, যোগ্যদের তালিকায় চিন্ময়

প্রাথমিকের চাকরি বাতিলের শুনানি ৭ মে

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশনের দেওয়া যোগ্যদের তালিকায় নাম ছিল না আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডলের। কেন নাম নেই, এর ব্যাখ্যা দিয়ে বৃহস্পতিবার সল্টলেকে এসএসসি দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জানান, কমিশনের ভুলেই কয়েকজনের নাম বাদ গিয়েছে। তবে এই ভুল শুধরে নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছে কমিশন।

এরপর সোমবার চিন্ময় জানান, 'কয়েকজনের নাম আসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। আমার স্যালারিও সাবমিট হচ্ছে। খবরে প্রকাশিত হয়েছিল যে আমার নাম 'যোগ্য' তালিকায় নেই। এদিন যে লিস্ট পাঠানো হয় সেখানে নাম আছে।' সঙ্গে এও জানান, আগে যেহেতু তাঁর নামের পাশে 'নন-জয়েনড' বা চাকরিতে যোগ দেওয়া হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই তাঁর নাম তালিকায় আসেনি। যদিও এখনও অবধি বাদ যাওয়া 'যোগ্য'দের কতজনের নাম তালিকায় নতুন করে ঠাঁই পেয়েছে তা জানা যায়নি।

চাকরিহারাদের বিক্ষোভে আবারও অবরুদ্ধ শহর। ডিআই অফিস থেকে পাঠানো নামের তালিকায় কেন নাম নেই, এই প্রশ্ন তুলে পথে নামলেন চাকরিহারাদের একাংশ। সোমবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তর তথা আচার্য সদন থেকে চাকরিহারারা সোজা এগিয়ে যান হাজরা মোড়ে। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। তবে মাঝপথে আটকে দেয় পুলিশ।

এদিকে সূত্রে খবর, 'যোগ্যদের' তালিকায় ঠাঁই না হওয়ায় কালীঘাট অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন চাকরি হারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা দেওয়া হয়েছে ডিআই অফিসগুলি থেকে। সেখানে যাঁদের নাম আছে, তাঁদের স্কুলে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। কিন্তু চাকরিহারাদের একাংশের দাবি, তাঁরা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নাম সেখানে নেই। সেই কারণেই এদিনের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি।

সোমবার এসএসসি ভবনের সামনে থেকে বেলা সাড়ে বারোটায় মিছিল শুরু হওয়ার কথা ছিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৪৭৭ নং এফিডেভিট বলে Chandan Mandal S/o. Sitaram Mandal ও Chandan Mondal S/o.S. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Suvendu Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subhas Das ও Subhas Chandra Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৭৮৮ নং এফিডেভিট বলে Kamal Hazra S/o. Basanta Hazra ও Kamal Kanti Hazra S/o. B. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৪৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Samim Mullick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abul Hasan Mullick ও Abul Hasan Mallik, S H Mullick উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৪/২০২৫ Judicial Magistrate, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩২২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapan Bose (old name) S/o. Bibhuti Bhuson Bose R/o. 61/1/1, Station Road, Ramkrishna Pally, Champdani (M), Bhadreswar, Hooghly-712124, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tapan Kumar Bose (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Tapan Bose & Tapan Kumar Bose S/o. Bibhuti Bhuson Bose উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Anik Bose.

নাম-পদবী

আমি Shyamali Murmu D/o. Sanatan Hansda গত ইং ২৪/০৭/২০২৩ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Shyamali Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। ২৮/০৪/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে Shyamali Bibi ও Shyamali Murmu D/o. Sanatan Hansda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Priti Bodhak D/o. Biswanath Bodhak গত ইং ২৫/০৪/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Priti Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। ২৮/০৪/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ১৯ নং এফিডেভিট বলে Priti Bibi ও Priti Bodhak D/o. Biswanath Bodhak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, কলকাতা কোর্টে ৪৩৩৮ নং এফিডেভিট বলে Pralay Roy Choudhury, Praloy Roy Chowdhury & Prolay Roy Choudhury S/o. Radha Ranjan Roy Choudhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Sk. Aurangzeb Mahammad, পিতা-Sk. Mahammad Salim, ঠিকানা- গ্রাম- কৃষ্ণনগর, পোষ্ট ও থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১২, ফাষ্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ঘাটাল (কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Sk. Aman নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নং- ৩৩, তাং- ০৫-০৪-২০২৫। Sk. Aurangzeb Mahammad ও Sk. Aman একই ব্যক্তি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে এপ্রিল, ১৫ ই বৈশাখ মঙ্গল বার। শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরীয় ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পাদ অশুভ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর
ক্রেতা সুরক্ষা আদালত
CC/13/2022

দরখাস্তকারী- রানা সিংহ পাল,

-বনাম-

প্রতিপক্ষ- রাহুল কুমার চৌধুরী, প্রথম ফ্লোর ২৩৩, জি.টি.রোড, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২। এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রতিপক্ষকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী আপনার বিরুদ্ধে নদীয়া জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আগামী ধার্য ইংরাজী ০৭.০৫.২৫ তারিখে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিয়োজিত উকিলবাবু মারফত আদালতে উপস্থিত হয়ে আপনার পক্ষে বক্তব্য কাগজ পত্রাদিসহ দাখিল করিবেন। অন্যথায় আদালত আইন আমলে আসিবে।

রেজিষ্ট্রার,
নদীয়া জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালত,
কৃষ্ণনগর।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলদ্বয় যথা ১। প্রীতি ভোজনাগাড়ওয়ালা, ২। মমতা ভোজনাগাড়ওয়ালা, উভয়ের ঠিকানা চিনারপার্ক, রাজারহাট, গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগণা। হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ চন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জে.এল. নং ১০০ ভুক্ত কোণগই মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর- ১৫৬ নং দাগের ১৭ শতক সম্পত্তি যাহা Recorded Owner মৃত সীতারানী সাউ এর ওয়ারিশানগণ তথা সুজাতা ধাড়া দীগর এর নিকট হইতে গত ইং ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৪২০ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে প্রকাশ চন্দ্র দাস ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে প্রকাশ চন্দ্র দাস গত ইং ২৯/০৯/২০২৩ তারিখে হরিপাল অফিসে আমার উপরিউক্ত মক্কেলদ্বয়কে উক্ত সম্পত্তিটি ৪৫১৬ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে হস্তান্তর করিয়াছেন। উক্ত মিউটেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg. No.- WB-1593/2015

NAME CHANGE

I, SRIJEET BANERJEE, S/o Shyamal Kumar Banerjee, R/o F-3, Sonali Apartment, 4, Nonadanga Road, Sheoraphully, Serampore, Hooghly - 712223 declare that in my Driving Licence my father's name has been wrongly recorded as Shyamal Kumar in place of Shyamal Kumar Banerjee and vide the affidavit (no - 4140) of 1st class Judicial Magistrate, Serampore, dated - 24/04/2025 that Shyamal Kumar Banerjee and Shyamal Kumar is the same and one identical person.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সুরজিৎ বাগ মূল রেজিস্টার্ড প্রাক দলিল নং ৩০২৯ -১৯৯৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সদর হুগলি সমীপে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট পরিমাণ আনুমানিক ০১ কাঠা ০৮ ছটাক , অংশ এলআর দাগ নং ১০৯, এলআর খতিয়ান নং ২৯৫২, মৌজা : ধরমপুর, কোদালিয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হারিয়ে ফেলেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি জেনারেল ডায়েরি চুঁচুড়া থানায় উল্লেখ্য জিডি নং ১৬৫০ তারিখ ২৪.০৪.২০২৫ দায়ের করেছেন।
কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনও দাবি বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অর্জুন মন্ডল
অ্যাডভোকেট
টি২৪, ৪র্থ তল, ১৯ নেতাজি সুভাষ রোড,
কলকাতা : ৭০০০০১
মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৭৩৪৯
তারিখ : ২৯.০৪.২০২৫

আমমোক্তারনামা পত্র

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক ঘোষ ওরফে অশোক কুমার ঘোষ, অসীম ঘোষ ও অরুণ ঘোষ, সকলের পিতা স্বর্গীয় তুলশী চরণ ঘোষ,** সাং সি ব্লক হরিসভা রোড, পোঃ- বড়বহেড়া, থানা উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২২৪৬, উক্ত ব্যক্তিগণ মৌজা নওয়াপাড়া গ্রামে জে.এল. নং-১, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হাল এল.আর. ৩১০৫, ৩১০৬, ৩১৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত, সাবেক ও হাল ৯১৬ নং দাগে ৬ শতক শুনা সম্পত্তি আমরা যৌথ ভোগদখলে কায়েম ও দখলীকার থাকা অবস্থায় আমরা একযোগে গত ইংরাজীর ১৬.০৫.২০২৩ তারিখে উত্তরপাড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৪০৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাদের পরিচিত শ্রী বরুণ দাস, পিতা স্বর্গীয় অমূল্য দাস, সাং হসপিটাল রোড, নবগ্রাম, পোঃ নবগ্রাম, থানা উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২২৪৬, উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার জন্য আমমোক্তারনামা প্রদান করিয়া দিয়াছি। ইহাতে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এ্যাণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, নচেৎ একতরফা শুনানি হইয়া যাইবে।

সুমন মিত্র
এ্যাডভোকেট
F-701/457/2011

আমমোক্তারনামা পত্র

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেলগণ **শ্রী সমর ভুঁইয়া, পিতা সুবোল চন্দ্র ভুঁইয়া, শ্রীমতী রঞ্জণা হালদার, স্বামী স্বর্গীয় পাঁচুগোপাল হালদার, শ্রীমতী আরতি হাটী, স্বামী শ্রীকান্ত হাটী,** সর্ব্ব সাং গ্রাম নওয়াপাড়া, পোঃ কানাইপুর, থানা উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২২৩৪, উক্ত ব্যক্তিগণ মৌজা নওয়াপাড়া গ্রামে জে.এল. নং-১, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হাল এল.আর. ২৩৯৯, ২৪০০ ও ২৪০১ নং খতিয়ানভুক্ত, সাবেক ও হাল ৯১৬ নং দাগে ৯ শতক শুনা সম্পত্তি আমরা যৌথ ভোগদখলে কায়েম ও দখলীকার থাকা অবস্থায় আমরা একযোগে গত ইংরাজীর ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে উত্তরপাড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৩২৭ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাদের পরিচিত শ্রী বরুণ দাস, পিতা স্বর্গীয় অমূল্য দাস, সাং হসপিটাল রোড, নবগ্রাম, পোঃ নবগ্রাম, থানা উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২২৪৬, উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার জন্য আমমোক্তারনামা প্রদান করিয়া দিয়াছি। ইহাতে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এ্যাণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, নচেৎ একতরফা শুনানি হইয়া যাইবে।

সুমন মিত্র
এ্যাডভোকেট
F-701/457/2011

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নম্বর ৭৪/২০২২
লক্ষ্মী আইচ ......দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **লক্ষ্মী আইচ** পিতা ৺শচীন্দ্রনাথ আইচ, সাং - ৪ নং গোপালবাগ, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন-৭১২১৩৬ অত্র আদালতে তাহার ভগিনী **শোভা পাল ওঃ প্রভা পাল**, স্বামী ৺নিশিকান্ত পাল ওঃ নিশিহরণ পাল গত ইং ১৪-০৫-২০১৬ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন তাহার ত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি লইয়া অত্র মামলা রুজু করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে পর অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজে/উকিলবাবুর মাধ্যমে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় শুনানী অন্তে অত্র দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে একতরফা আদেশ হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা - হুগলী, থানা, মৌজা ও এ.ডি.এস.আর অফিস - চন্দননগর, জে.এল নং -১, সীট নং ২৩, এল.ও.পি নং ২২২, সি.এস দাগ নং ২৩২, আর.এস দাগ নং ১৯৩/২৩২, এল.আর দাগ নং ১১০৩, সম্পত্তির পরিমাণ ৩ কাঠা (কম/বেশী)।
দরখাস্তকারীপক্ষে
নেপাল চন্দ্র সেন (আইনজীবী)

অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী রাজু সাউ ১৭/০১/ ২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৩৭/২৫ নং. দলিল মূলে সুমিত্র ঘোষ এর পক্ষে শর্মিলা ঘোষ ইংরাজী ২৮/০৬/ ২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪নং বহির ৬০৪ নং ভল্যুমে ৪৪১৪৪ থেকে ৪৪১৫৪ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১৯৮৮/ ২৪ নং বৈধ আমমোক্তার দলিল দ্বারা জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-নবগ্রাম হাল খতিয়ান নং-৫৭৯ জন, মহাদেব ঘোষ নামীয়, হাল দাগ নং-৫১৪, পরিমান-১ কাঠা ১২ ছটাকে ৩৮ বর্গফুট জমি নিজের নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার এক মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও অফিসে লিখিত আবেদনে তা পেশ করবেন অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

রাজদীপ সুর
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট এনরোলমেন্ট
নং ঃ F-701/457/2011

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল (১) শ্রীমতী অর্চনা বেরা ও (২) শ্রী তপন বেরা ১৫/০১/২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১১০/২৫ নং. দলিল মূলে (১) শ্রীমতী শৈলবালা পাল (২) শ্রীমতী ঝর্ণা দাস (৩) শ্রীমতী অপর্ণা কোলে (৪) শ্রীমতী জোৎস্না কোলে (৫) শ্রীমতী কাকলী সাঁতরা গণ এর পক্ষে (১) বিধান দাস (২) জয়ন্ত ঘোষকে ইংরাজী ২৬/১১/১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪নং বহির সিডি ১ নং ভল্যুমে ৪১৮৬ থেকে ৪২০২ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ৩২৬/ ১৩ নং বৈধ আমমোক্তার দলিল দ্বারা জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-খলিসানী, জে.এল. নং-১ হাল খতিয়ান নং-১০১৮, মধুসূদন পাল নামীয়, হাল দাগ নং-৮০৫, পরিমান-১০ কাঠা ৩ ছটাক পুকুর পাড় সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশনের বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার এক মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও অফিসে লিখিত আবেদনে তা পেশ করবেন অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

রাজদীপ সুর
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট এনরোলমেন্ট
নং ঃ F-701/457/2011

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট, চুঁচুড়া হুগলী
মিস কেস নং- ১৪১/২৪

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হইতেছে যে, জেলা- হুগলী, পোঃ- চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়ার অধীন ৬নং দক্ষিণ নারায়ণ লেনের নিবাসী **টগর দাস**, স্বামী- স্বর্গীয় অমল কুমার দাস, মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালতে উপরোক্ত একটি মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়া থাকেন।
উপরোক্ত মোকর্দ্দমাতে দরখাস্তকারীণীর পুত্র **বিশ্বরূপ দাস (মাইনর)**, পিতা- অমল কুমার দাস, ঠিকানা- ৬নং দক্ষিণ নারায়ন লেন, পোঃ- চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলীর বাসিন্দা সিমলা মৌজাস্থিত জে.এল. নম্বর ১৬ আর.এস. খতিয়ান নম্বর ৭৬০, এল.আর. খতিয়ান নম্বর ৫৮৮০ ও ৫৮৭৯ আর.এস. দাগ নম্বর ২৪২৬ এল.আর. দাগ নম্বর- ৩৫৮ নং, ১নং কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে চুঁচুড়া থানার অধীনস্থ, জেলা- হুগলীতে একটি দোতলা বাড়ি সহ- ১৮০১.২৫ বর্গফুট জমিতে ১/৪ অংশ ভাগ রহিয়াছে যাহা বিক্রি করিবার জন্য দরখাস্তকারীণী মহামান্য আদালত হইতে অনুমতি সাপেক্ষে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা আনায়ন করিয়া থাকেন।
এক্ষণে উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফত আদালতে ৩০ দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা দরখাস্তকারীনীর পক্ষে একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।
স্বা/-সরোজ কুমার ঘোষ
অ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশ অনুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত
চুঁচুড়া সদর হুগলী।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)নিলুফার বেগম, ২)ফিরোজা বেগম** উভয়ের পিতা মরহুম মহঃ হাসানুজ্জামান, উভয়ের সাকিম কুলিপাড়া, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৫/০৯/২০২৩ তারিখে এ.আর.এ-১, কলকাতা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 190108021/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মুলে আমার মক্কেল **শ্রী সন্দীপ চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺শতদল চক্রবর্ত্তী সাকিম কাপাসডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং ০৭/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4172/2025 নং দলিল মুলে **শ্রী দীপ সিং** পিতা প্যারেলাল সিং সাকিম ১ নং নেতাজী পার্ক, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ১২ ছটাক ১৭ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, জে.এল. নং ০৬, হাল এল. আর ২৫৫ ও 634 নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৮৪ তথা হাল এল. আর ১০০৩ নং দাগে বাস্ত জমি ১২ ছটাক ১৭ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি **শ্রী দীপ সিং** পিতা প্যারেলাল সিং নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা পত্র

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেলগণ **শ্রীমতী গৌরী পাল, স্বামী হারাধন পাল, শ্রী হারাধন পাল,** পিতা স্বর্গীয় পঞ্চানন পাল, সর্ব্ব সাং গ্রাম নওয়াপাড়া, পোঃ কানাইপুর, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২২৩৪, উক্ত ব্যক্তিগণ মৌজা নওয়াপাড়া গ্রামে জে.এল. নং-১, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হাল এল.আর. ১৩৯২ ও ১৩৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত, সাবেক ও হাল ৯১৩, ৯১৪, ৯১৭ ও ৯১৮ নং দাগে ১৯ শতক শুনা সম্পত্তি আমরা যৌথ ভোগদখলে কায়েম ও দখলীকার থাকা অবস্থায় আমি গত ইংরাজীর ০৪.০৭.২০২৩ তারিখে উত্তরপাড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৪০০ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার পরিচিত শ্রীমতী মালতী দাস, স্বর্গীয় অমূল্য দাস, সাং হসপিটাল রোড, নবগ্রাম, পোঃ নবগ্রাম, থানা উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২২৪৬, উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার জন্য আমমোক্তারনামা প্রদান করিয়া দিয়াছি। ইহাতে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এ্যাণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, নচেৎ একতরফা শুনানি হইয়া যাইবে।

সুমন মিত্র
এ্যাডভোকেট
F-701/457/2011

আমমোক্তারনামা পত্র

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রী অনন্ত ঘোষ ওরফে অনন্ত কুমার ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় ভীষ্মদেব ঘোষ,** সাং গ্রাম নওয়াপাড়া, পোঃ কানাইপুর, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২২৩৪, উক্ত ব্যক্তি মৌজা নওয়াপাড়া গ্রামে জে.এল. নং-১, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হাল এল.আর. ৮৮৯ নং খতিয়ানভুক্ত, সাবেক ও হাল ৭২২ নং (পাট) দাগে ৫ শতক শুনা সম্পত্তি আমি ভোগদখলে কায়েম ও দখলীকার থাকা অবস্থায় আমি গত ইংরাজীর ০২.০৮.২০২২ তারিখে উত্তরপাড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৫১৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার পরিচিত শ্রী বরুণ দাস, পিতা স্বর্গীয় অমূল্য দাস, সাং হসপিটাল রোড, নবগ্রাম, পোঃ নবগ্রাম, থানা উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২২৪৬, উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার জন্য আমমোক্তারনামা প্রদান করিয়া দিয়াছি। ইহাতে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এ্যাণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, নচেৎ একতরফা শুনানি হইয়া যাইবে।

সুমন মিত্র
এ্যাডভোকেট
F-701/457/2011

আমার মক্কেল শ্রী নিলয় শিকদার, পিতা- শ্রী নলিন চন্দ্র শিকদার গত ইং ০৯.০৪.২০২৫ তারিখের বাঁকুড়া D.S.R. অফিসের ১৯৪৯ নং কোবালা দলিল মূলে সোনামুখী ব্লকের অন্তর্গত সোনামুখী মৌজায় (জে.এল. নং-৮৫) ৬৮৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত ৩১২৫ নং দাগে কিছু পরিমান জায়গা বিক্রেতা শ্রী সুপ্রভাত পাল, পিতা- মৃত কেনারাম পাল-র পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তার শ্রী সুব্রত হাজরা, পিতা-মৃত রঞ্জিত হাজরা এর নিকট হইতে ২৮.০৩.২০২৫ তারিখের সোনামুখী A.D.S.R. অফিসের ৯১৯ নং আমমোক্তার দলিলমূলে ক্রয় করেন। বর্তমানে ক্রেতা শ্রী নিলয় শিকদার তার খরিদা জায়গা নিজ নামে নামপত্তন করাইবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে সোনামুখী বি.এল.আর.ও অফিসে উপযুক্ত তথ্যপ্রমানাদি লইয়া ৩০ দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

অক্ষয় তৃতীয়ায় মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরগুলির সংস্কার শুরু: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ দিনে মুর্শিদাবাদ জেলার জিহাদিদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু মন্দিরগুলির পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হবে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই উদ্যোগের কথা ঘোষণা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, বর্তমানে এই মন্দিরগুলি জিহাদিদের 'ঘৃণ্য, নিন্দনীয় এবং বর্বরোচিত আক্রমণের চিহ্ন বহন করছে।' শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে জানান, 'সমস্ত সনাতনী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করে শুদ্ধিকরণ ও সংস্কার প্রক্রিয়া করা হবে।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই কাজে হিন্দু-বিরোধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কাছ থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য নেওয়া হবে না। তাঁর সাফ কথা, 'আমি পুনরায় বলছি, সমস্ত খরচ হিন্দুরা নিজেরাই বহন করবে।' শুভেন্দু অধিকারী আরও উল্লেখ করেন, 'মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের তাঁদের গ্রামের ও পাড়ার মন্দিরে পূজো করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এই মন্দিরগুলি আমাদের তীর্থস্থানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।'

বাঙ্গরিপোসি-পুরী স্পেশ্যালের জন্য নতুন এলএইচবি রেক উদ্বোধন হল সোমবার। বাঙ্গরিপোসিতে একটি আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তলনের মাধ্যমে রেকটি চালু করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যসভার সাংসদ মমতা মোহন্ত, ময়ূরভঞ্জ লোকসভার সাংসদ নব চরণ মাঝি, বাংরিপোসির বিধায়ক সঞ্জালি মূর্মু, সরসকানার বিধায়ক ভাদব হাঁসদাহ। একইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও।

দ্য 'প্ল্যাটিনাম' এক্সপিরিয়েন্স, উপস্থাপনায় শ্যাম সুন্দর কোং

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই বছর 'অক্ষয়-তৃতীয়া' থেকে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স তাদের গয়নার সম্ভারে যোগ করছে উজ্জ্বল এবং চোখ ধাঁধানো প্ল্যাটিনাম গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর গড়িয়াহাট শাখায় আগামী ৩ মে পর্যন্ত অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে প্ল্যাটিনাম গয়নায় এক 'স্পেশাল ইনভিটেশন অফার' ও স্পেশাল প্রিভিউ চলবে, যেখানে প্ল্যাটিনাম গয়নার দাম এর ওপর ৭ শতাংশ ফেস্টিভাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

এক বিশেষ প্রিভিউতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহা এই এক্সক্লুসিভ প্ল্যাটিনাম গয়না সম্ভারের উদ্বোধন করেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের তরুণ মুখ এবং মিস্টার ইন্ডিয়া খেতাব জয়ী মিঠুন দেববর্মা এদিন পুরুষদের প্ল্যাটিনাম গয়নায় নিজেকে সকলের সামনে মেলে ধরেন। মিঠুন দেববর্মা বলেন, 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সংগ্রহের এই প্ল্যাটিনাম গয়না পরে এক দুর্দান্ত অনুভূতি হচ্ছে। প্ল্যাটিনামের গয়নার নিজস্ব গুণে আপনার ব্যক্তিত্বও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'নতুন যা উদ্যোগ নেওয়া হয় তা শুধু গ্রাহকদের ভালো লাগার জন্য। সারা বিশ্বে প্ল্যাটিনামের যে চাহিদা তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য আমাদের মনে হয়েছে, এখন সময় এসেছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সও তাদের গয়না সম্ভারে প্ল্যাটিনামের উজ্জ্বলতা যোগ করুক।' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'আমরা এই বছর 'শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া' উদযাপনের সঙ্গে গ্রাহকদের জন্য প্ল্যাটিনামের গয়না সংগ্রহ নিয়ে এসেছি। প্ল্যাটিনাম গয়নায় এই 'স্পেশাল প্রারম্ভিক অফার' ৩ মে পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের গড়িয়াহাট শোরুমে চলবে।'

হাওড়ায় ৮ ঘণ্টা রেললাইনে পড়ে রইল মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদনত্ব একটি চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় ট্রেনের চাকা। কিন্তু দেহ উদ্ধার নিয়ে পুলিশ ও রেল পুলিশের মধ্যে শুরু হয় টানাপোড়েন। এর ফলে প্রায় আট ঘণ্টা রেললাইনের ওপর পড়ে থাকে মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার দাসনগর থানার বালটিকুড়ি এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশ ও রেল পুলিশের মধ্যে দায়িত্ব নিয়ে অস্পষ্টতা ও বিলম্বের কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা দীর্ঘ সময় ধরে অযত্নে পড়ে থাকে।

পেশায় রাজমিস্ত্রি পিন্টু কুমার বেঙ্গালুরু থেকে হাওড়া ফিরছিলেন। রাত ২টো নাগাদ ট্রেনের দরজার কাছে বসে ছিলেন। অসতর্কতার কারণে তিনি ট্রেন থেকে পড়ে যান। তার মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় ট্রেনের চাকা। সহযাত্রীরা ও বন্ধুদের চিৎকারে ট্রেনটি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে যায়। তবে, ট্রেনের গার্ড ও যাত্রীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পিন্টু কুমারের মৃতদেহ দেখতে পান। তারপরও, দেহ উদ্ধারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে টানাপোড়েন চলতে থাকে। রাতভর এই বিভ্রাট চলতে থাকে। স্থানীয়রা জানান, একের পর এক ট্রেন দেহের ওপর দিয়ে চলে যায়। সঠিক সময়ে দেহ উদ্ধারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। শেষমেশ সোমবার সকালে রেল পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এ বিষয়ে দাসনগর থানা ও রেল পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এ ঘটনা নিয়ে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ, এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সবুজ লাইনে কমবে মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা সবুজ লাইন (হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ) বাণিজ্যিক পরিষেবায় চালুর প্রস্তুতির কারণে আগামীকাল, ২৯শে এপ্রিল, সবুজ লাইন-১ (শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত) মেট্রো পরিষেবার সংখ্যা সাময়িকভাবে কমানো হচ্ছে। এদিন সবুজ লাইন-১-এ মোট ৯০টি পরিষেবা চালানো হবে, যেখানে সাধারণ দিনে পরিষেবা থাকে ১০৬টি। মেট্রো চলবে ২০ মিনিট অন্তর। তবে সবুজ লাইন-২ (হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড) পরিষেবা স্বাভাবিক নিয়মেই চালু থাকবে বলে মেট্রো কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে। অন্যদিকে, যাত্রীদের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য আগাম সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৯ এপ্রিল ২০২৫, ১৫ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার

যোগ্যদের তালিকায় নাম এল চিন্ময় সহ বেশ কয়েকজনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশনের দেওয়া যোগ্যদের তালিকায় নাম ছিল না আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডলের। কেন নাম নেই, এর ব্যাখ্যা দিয়ে বৃহস্পতিবার সল্টলেকে এসএসসি দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জানান, কমিশনের ভুলেই কয়েকজনের নাম বাদ গিয়েছে। তবে এই ভুল শুধরে নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছে কমিশন।

এরপর সোমবার চিন্ময় জানান, 'কয়েকজনের নাম আসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। আমার স্যালারিও সাবমিট হচ্ছে। খবরে প্রকাশিত হয়েছিল যে আমার নাম 'যোগ্য' তালিকায় নেই। এদিন যে লিস্ট পাঠানো হয় সেখানে নাম আছে।' সঙ্গে এও জানান, আগে যেহেতু তাঁর নামের পাশে 'নন-জয়েনড' বা চাকরিতে যোগ দেওয়া হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই তাঁর নাম তালিকায় আসেনি। যদিও এখনও অবধি বাদ যাওয়া 'যোগ্য'দের কতজনের নাম তালিকায় নতুন করে ঠাঁই পেয়েছে তা জানা যায়নি।

'অযোগ্য নয়' এমন শিক্ষকদের নামের তালিকা থেকে নতুন করে ১৮০৩ জনের নাম বাদ দিয়েছে সরকার। সেই নতুন তালিকা গত মঙ্গলবার রাত থেকে জেলায় জেলায় ডিআই দপ্তরে পৌঁছয়। এরপর বুধবার প্রকাশ্যে সেই তালিকা আসতেই দেখা যায়, এই তালিকায় নাম নেই চিন্ময়ের। ওই দিন রাতেই চিন্ময় জানিয়েছিলেন, নতুন তালিকায় কোনও অসঙ্গতি রয়েছে বলে তাঁর ধারণা। বৃহস্পতিবার তা নিয়ে এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। অভিযোগ, শুধু তাঁর নয়, 'যোগ্য' বলে নিজেদের দাবি করছেন, এমন অনেক শিক্ষকের নামই এসএসসির নতুন তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। চেয়ারম্যানের কাছে এর কারণ জানতে চান তাঁরা।

বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের নামে ট্রাস্ট নয়, জানালেন হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ তৈরি করবেন তিনি। গত বছরের ৯ ডিসেম্বর এমনটাই ঘোষণা করেছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এর জন্য ট্রাস্ট গঠনের কথাও জানান। এবার সেই ট্রাস্টের নাম নিয়েই ব্যাকফুটে ভরতপুরের বিধায়ক। ট্রাস্টের নাম বাবরি মসজিদ ট্রাস্ট রাখতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে আগেই সমস্ত রাজ্যকে জানানো হয়েছে, বাবরি মসজিদ নামে কোনও ট্রাস্ট গঠন করা যাবে না। তাই, ট্রাস্টের নাম বদলাতে চান তৃণমূল এই বিধায়ক। এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন সোমবার এও জানান, 'বাবরি মসজিদ ট্রাস্টের রেজিস্ট্রেশনের জন্য মাস দেড়েক আগে কলকাতার অফিসে আবেদন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ ওই অফিস। ওই অফিসের তরফে আনঅফিসিয়ালি জানানো হয়েছে, বাবরি মসজিদের নামে কোনও ট্রাস্ট করা যাবে না। যাঁরা পদাধিকারী, তাঁরাই থাকবেন। শুধু ট্রাস্টের নাম বদলাতে হবে। এরপরই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ট্রাস্ট থাকবে কিন্তু, নাম বদলে দেব।' এর পাশাপাশি তিনি এও জানান, '৯ জনের এক্সিকিউটিভ বডি থাকবে ওই ট্রাস্টে। আমরা নতুন নাম জমা দিলে ৭ দিনের রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।' ট্রাস্টের নাম পরিবর্তন করা হলেও মসজিদের নাম যে পরিবর্তন করবেন না, তা স্পষ্ট করে দিলেন হুমায়ুন। তিনি বলেন, '২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। সেদিনে বোর্ডে বাবরি মসজিদই লেখা থাকবে।'

আদালতে তৃতীয় স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই

আরজি কর কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় শিয়ালদা আদালতে সোমবার তৃতীয় 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দিল সিবিআই। তদন্তকারীদের একাংশের সূত্রে খবর, স্টেটাস রিপোর্টে নতুন করে ১২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে ২০০টি ভিডিও ক্লিপকেও।

আদালত সূত্রে খবর, এর আগে আদালতে তিন পাতার 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দিয়েছিল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধকারিকেরা তখন জানিয়েছিলেন, নতুন ২৪ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। হাসপাতালের আরও কিছু জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নতুন করে তিন জনের কল ডিটেলস দেখা হচ্ছে বলেও আগের রিপোর্টে জানানো হয়েছিল। এদিকে গত ১৬ এপ্রিল সন্দীপ এবং অভিজিৎকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আরজি কর-কাণ্ডে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মামলায় দু'জনকেই গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই সময়মতো চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। ফলে ওই মামলায় দু'জনেই জামিন পান। তারই জেরে অভিজিতের জেলমুক্তি ঘটেছে। কিন্তু আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে সন্দীপ এখনও জেলে। তবে আরজি কর-কাণ্ডে সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে একেবারে প্রথম থেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিল নির্যাতিতার পরিবার। কারণ, এই মামলায় প্রথম যে চার্জশিট সিবিআই দেয়, তাতে একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে সঞ্জয় রায়কেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেই চার্জশিট অনুযায়ী বিচারপ্রক্রিয়া এগোয় এবং কলকাতা পুলিশের ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাঁকে আজীবন কারাবাসের সাজা দেওয়া হয়। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, এই ঘটনায় একা সঞ্জয় জড়িত নন। বাকি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারির দাবি জানান তাঁরা। একই সঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে আদালতে এও জানানো হয় যে, সিবিআইয়ের তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে তারা জানতে পারছে না। এরপরই মাসে তদন্তের অগ্রগতির প্রথম রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। দ্বিতীয় দফায় তিন পাতার 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমার পর সোমবার তৃতীয় 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দেয় বিআই।

আইনজীবীদের হেনস্থার ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া বিচারপতি বসুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপারনিউমেরারি পদে নিয়োগ মামলার পর আইনজীবীদের হেনস্থার ঘটনায় সোমবার কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা গেল হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের চেম্বারের বাইরে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ,সুপ্রিম কোর্টের সুপারনিউমেরারি পদ নিয়ে নির্দেশের পরেও উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগ মামলার কোনও অগ্রগতি হয়নি হাইকোর্টে। এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি বিচারপতির সঙ্গে বিকাশের 'আঁতাঁতের' কথাও তোলেন তাঁরা।

এরপরই এই ঘটনায় সোমবার আইনজীবী ফিরদৌস শামীম, কল্লোল বসু এবং সুদীপ্ত দাশগুপ্ত ক্রিমিনাল কন্টেম্পট অর্থাৎ অপরাধমূলক মামলা দায়ের করার আবেদন করেন বিচারপতি বসুর এজলাসে। এই মামলারই প্রেক্ষিতে বিচারপতি বসু বলেন, 'এমন ঘটনা একেবারেই সহ্য করা যায় না।' যেহেতু প্রধান বিচারপতি বিষয়টা দেখছেন, সেই কারণে মঙ্গলবার ফের আবেদন করার নির্দেশ দেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আইনজীবীরা জানান, 'আমরা অন্তত দুজনকে চিনি, যাঁরা মামলাকারী। এই ধরনের ঘটনায় বার আতঙ্কিত। ১৪৪ ধারা ছিল।' আর এখানেই আইনজীবীদের প্রশ্ন,'তাহলে কীভাবে সেখানে এরা জড়ো হল?' এই মামলার শুনানিতে বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীদের এদিন সওয়াল করার সময় বলেন, 'পুলিশ দর্শকের মতো দেখছিল। পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট তলব করুক। বিচার ব্যবস্থাকে বার বার টার্গেট করা হচ্ছে।' এরপরই আইনজীবীরা আদালতে প্রশ্ন তোলেন, 'ওনারা চার ঘণ্টা ধরে ওখানে কী করছিলেন? বিচারপতির ছবি মারিয়ে দেওয়ার ঘটনা হয়েছে।' আর এখানেই প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'যদি তাঁদের রায় পছন্দ না হয়, তাহলে আবেদন করা উচিৎ। এভাবে বিক্ষোভ দেখানো যায় না! এটা প্রাথমিকভাবে ভুল। তাঁদের চিহ্নিত করতে হবে। আমরা বিষয়টি গ্রহণ করছি।' প্রসঙ্গত, শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার বিষয়ে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি নিয়ে বেনিয়মের অভিযোগে মামলা গড়িয়েছিল হাইকোর্টে। ওই মামলায় শুক্রবার রাজ্যের স্পষ্ট বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়। মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সিবিআই তদন্ত হচ্ছে না, ঠিক আছে। কিন্তু অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির যে সিদ্ধান্ত, সেটা কাদের জন্য তা লিখিতভাবে রাজ্যকে কারণ জানাতে বলে আদালত। তারপরই ঝামেলার শুরু। সেদিনের বিক্ষোভের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করেন বিকাশরঞ্জন। তাঁর কথায়, আবার প্রমাণিত হয়েছে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা নেই। তিনি আরও জানান,'যারা লড়াই করে আইন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাসকদল দুর্নীতির পক্ষে যাঁরা আছেন তাঁদের লেলিয়ে দিচ্ছে।'

বিকাশের চেম্বারে বিক্ষোভ পাল্টা প্রতিবাদ আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের চেম্বারের বাইরে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের সুপারনিউমেরারি পদ নিয়ে নির্দেশের পরেও উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগ মামলার কোনও অগ্রগতি হয়নি হাইকোর্টে। এজন্য বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সঙ্গে আইনজীবী বিকাশরঞ্জনের 'আঁতাঁত' রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা।

এরই প্রতিবাদে সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে পাল্টা মিছিল করতে দেখা গেল আইনজীবীদের একাংশকে। যার নেতৃত্ব দেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিম। এদিন বিকাশরঞ্জন বলেন,'আইনজীবীদের ভয় দেখানোর চেষ্টার মাধ্যমে গোটা বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত এবং কলঙ্কিত করার চেষ্টা হয়েছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ওরা ভেবেছিলেন ভয় দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দেবেন, ওরা জানেন না পশ্চিমবঙ্গের আইনজীবীদের। গুন্ডামির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে আইনজীবীদের দমানো যায় না, সেটা সেদিনই প্রমাণিত হয়েছে।' আরও একধাপ এগিয়ে শুক্রবারের ঘটনার জন্য তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে আক্রমণ করে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, 'কুণালই রয়েছে এর পিছনে। এর আগেও ও জেলে গিয়েছিল, আবারও জেলে যাবে।' এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটে, শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার বিষয়ে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি নিয়ে বেনিয়মের অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা যাওয়ায়। ওই মামলায় তীব্র সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। এরপরই মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সিবিআই তদন্ত হচ্ছে না, ঠিক আছে। কিন্তু অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির যে সিদ্ধান্ত, সেটা কাদের জন্য তা লিখিতভাবে রাজ্যকে কারণ জানাতে বলে আদালত। এরপরই রাতে বিকাশের চেম্বার ঘেরাও করেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।

সপ্তাহের শুরুতে সমস্যা মেট্রোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তাহের শুরুতে ফের সমস্যা দেখা দিল কলকাতা মেট্রোয়। সোমবার সকাল ৯টার কিছু পর থেকেই আপ এবং ডাউন লাইনে অনিয়মিত ভাবে মেট্রো চলছিল। বিভিন্ন স্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়েও থাকে। ফলে ভোগান্তির মধ্যে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। কী কারণে এমন সমস্যা হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়।

অফিল টাইমে যাত্রীদের ভিড় হবে এটাই স্বাভাবিক। বাস, অটোতে তো বটেই, মেট্রোতেই আজকাল তিন ধারণের জায়গা থাকে না। সে ক্ষেত্রে মেট্রো বিভ্রাট হলে আমজনতা কতটা সমস্যার মধ্যে পড়তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এদিন মেট্রো চলাচল দেরিতে নয়, বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে মেট্রো কর্তৃপক্ষর তরফে ঘোষণা করা হয়, পর পর গাড়ি রয়েছে। যাত্রীরা যাতে অহেতুক কোনও স্টেশনে ভিড় না করেন। স্বাভাবিকভাবেই মেট্রো ঠিকঠাক না পেয়ে বাস, অটোকেই বেছে নেন মানুষ।

এদিকে রবিবারই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো নিয়ে বড় ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। করিডরের শেষ ২.৬ কিলোমিটার অংশ শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেডের উদ্বোধন কবে, তা নিয়ে জল্পনা ছিল। তবে সূত্রের খবর, এই মাসেই তার উদ্বোধন হতে পারে এবং তা করবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্প্রতি ইস্ট-ওয়েস্ট রুটে কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল (সিবিটিসি) ব্যবস্থা চালুর জন্য গ্রিন লাইনে সিগনাল ব্যবস্থা তুলে অভিন্ন নয়া প্রযুক্তি বসিয়ে ট্রায়াল চলেছে। সিগন্যালিং ব্যবস্থাও উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে অন্যান্য লাইনের থেকে।

তীব্র জলকষ্ট ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিক্রমগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: গরম পড়তেই শহরে দেখা দিয়েছে তীব্র জলকষ্ট। কলকাতা পুরসভার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিক্রমগড় এলাকার তীব্র জলকষ্টে ভুগছেন এলাকাবাসী। এদিকে সূত্রে খবর, গত ৫ এপ্রিল থেকে এলাকার ডিপ টিউবওয়েল মেরামতির কাজ চলছে। সেই কারণে এতদিন ধরে বন্ধ রয়েছে এলাকার জল পরিষেবা। এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন,পুরসভার তরফে বাড়িতে এসে জল দিয়ে যাওয়া হচ্ছে দিনে দু'বার। কিন্তু সেই জল পর্যাপ্ত নয়। শুধু তাই নয় যে জল মিলছে তাতে বালির অস্তিত্ব অনুভব করছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, 'এই জল দিয়ে ঘরের অন্যান্য কাজ করা যায় বটে, তবে কোনওভাবেই এই জল পানের যোগ্য নয়।'

এদিকে ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের এই জলকষ্টের ঘটনাকে উল্লেখ করে ট্যুইট করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এলাকার কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত এবং মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাজের সমালোচনাও করেন তিনি। তবে এলাকার কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত জানান, ডিপ টিউবয়েলের সমস্যা রয়েছে সেটা মেরামতির কাজ চলছে। তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই সব কাজ করাচ্ছেন। এলাকায় মানুষের বাড়িতে জল পৌঁছে দিচ্ছেন। সঙ্গে এও জানান,এলাকার মানুষের যদি সত্যি কোন জলকষ্ট হয় এবং সেটা জানান তাঁরা। তাহলে তিনি কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন।

পাকিস্তান-প্রেমের অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ফের কড়া সুর নিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, দেশের স্বার্থে কূটনীতির পাশাপাশি প্রয়োজনে সরাসরি জঙ্গি দমন অভিযানও আবশ্যক, আর সেই দৃঢ় নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আগের সরকারগুলি শুধু মঞ্চে বক্তৃতা দিয়েছে, পাকিস্তানকে প্রেমপত্র লিখেছে। কিন্তু মোদি ময়দানে নেমে দেখিয়ে দিয়েছেন ভারত কী করতে পারে। প্রথম রাতে বিড়াল মারার শিক্ষা দিয়ে পাকিস্তানকে ঠাণ্ডা করেছেন তিনি।' এখানে দিলীপ কার্যত কংগ্রেসের 'নরম' কূটনীতি এবং মোদির 'আক্রমণাত্মক' কৌশলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন।

তিনি আরও স্মরণ করান, বালাকোট স্ট্রাইকের পরে পাকিস্তানের হাতে বন্দি হওয়া গ্রুপ ক্যাপ্টেন অভিনন্দন বর্তমানকে ফেরাতে ভারত সরকার কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। এই উদাহরণ টেনে তিনি দাবি করেন, এখন পাকিস্তানে আটক বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউকেও ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারকে দ্রুত সক্রিয় হতে হবে। পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র প্রসঙ্গে দিলীপের কটাক্ষ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'ওদের অস্ত্র থাকলেও সেটা এখন হয়তো পচে গিয়েছে। যদি ভুলেও ব্যবহার করে, পরের দিন মানচিত্রে পাকিস্তান বলে কিছু থাকবে না।' মূলত ভারতের সামরিক ক্ষমতার বার্তা দিয়ে পাকিস্তানের হুঁশিয়ারি দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। দেশের ভেতরে যারা ভারতের বিরোধিতা করে, তাদেরও কোনও অবস্থান থাকা উচিত নয়, এই মন্তব্যের মাধ্যমে দিলীপ ঘোষ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নীতির কড়াকড়ির পক্ষে সওয়াল করেন।

অন্যদিকে, দীঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনকে স্বাগত জানালেও দিলীপ সতর্ক করেন, সরকারি অর্থে নির্মিত মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে ভবিষ্যতে দায়বদ্ধতার অভাব তৈরি হতে পারে। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মতো দায়বদ্ধতা সরকারি প্রকল্পে থাকে না। দিলীপ ঘোষের বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয়, জাতীয়তাবাদ, কড়া নিরাপত্তা নীতি ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে বিজেপি তাদের অবস্থান আরও জোরদার করতে চাইছে।

সোমবার বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যা। ধর্মতলা চত্বরে তোলা ছবি।

এনআইএ'র অভিযানে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

বাঁকুড়া বাইক বিস্ফোরণকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঁকুড়ার শালতোড়ায় মোটরবাইক বিস্ফোরণকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত অমরজিৎ ভার্মাকে গ্রেফতার করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। রবিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার দমদমে কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করে গ্রেপ্তার করে এনআইএ আধিকারিকরা।

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির নয়াদিল্লি সদর দপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ঝাড়খণ্ডের চিরকুন্ডার বাসিন্দা অমরজিৎ ভার্মা বাঁকুড়ায় গত বছরের আগস্ট মাসে সংঘটিত বিস্ফোরণ ঘটনায় জড়িত ছিলেন। তদন্তে উঠে এসেছে, ওই বিস্ফোরণে আইইডি ব্যবহৃত হয়েছিল এবং মূল পরিকল্পনায় ছিলেন অমরজিৎ। ৯ এপ্রিল তাঁর বাড়ি-সহ দেশের মোট ৯টি স্থানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার করে এনআইএ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে দমদম এলাকায় অভিযান চালিয়ে অমরজিৎকে আটক করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতার এনআইএ দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে গ্রেপ্তার করা হয়। সূত্রের খবর, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যের চোরাচালানের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিল অমরজিৎ। তাঁর সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের আগস্টে বাঁকুড়ার শালতোড়ার লাপাহাড়ি মোড়ে চলন্ত বাইকে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় জয়দেব মণ্ডলের। তাঁর সঙ্গী বাবলু মণ্ডল গুরুতর আহত হন।

শিক্ষাবর্ষে বিএড পড়ুয়ার গ্রাফ নিম্নমুখী, আসন ফাঁকা প্রায় ৭ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষের তুলনায় ২০২৪-২৬ শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিএড কলেজগুলিতে বিএড পড়ুয়ার সংখ্যার গ্রাফ নিম্নমুখী। সূত্রে যে খবর মিলছে তাতে চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্য জুড়ে ৬০০টিরও বেশি বিএড কলেজে প্রায় ৭ হাজার আসন ফাঁকা থেকে গেছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজ্য জুড়ে বিএড পড়ার জন্য মোট আসন সংখ্যা ৫৫ হাজার ১৫০ টি। তার মধ্যে প্রায় ৪৮ হাজার পড়ুয়া রেজিস্ট্রেশন করল বিএড পড়ার জন্য। অথচ, ২০২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ এর আগের বছর বি এড ভর্তির হার ছিল প্রায় ৯৮ শতাংশ। এবারের রেজিস্ট্রেশনে সেই সংখ্যা এক ধাক্কায় কমে গেল প্রায় ১০ শতাংশ। কারণ হিসেবে যে ঘটনাগুলি সামনে আসছে তাতে অনেকে বিএড পড়ার জন্য ভর্তি হয়েও রেজিস্ট্রেশন করেননি। এর সবথেকে বড় কারণ হল, রাজ্যে গত কয়েক বছর ধরে প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ নেই। আর এখানেই তৈরি হয়েছে সবথেকে বড় প্রশ্নচিহ্ন,এই ঘটনার জেরে এবারের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শেষে এত আসন ফাঁকা কি না তা নিয়ে।

সম্পাদকীয়

সব সমস্যার সমাধানের রাস্তা খুব দ্রুত বাতলে দিতে পারে একমাত্র জনগণের সচেতনতা

সঠিক হলেও জনতার ভোটে নির্বাচন কমিশনার বেছে নেওয়ার প্রস্তাবটি একেবারেই অবাস্তব। ভারতের মতো বৃহৎ গণতন্ত্রে নির্বাচন পরিচালনা করতে হলে পরিচালকদের প্রশাসনিক দক্ষতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচ্য হওয়া উচিত। ভারতের প্রশাসনিক আধিকারিকরা কর্মজীবনে জেলা ও মহকুমা স্তরে নির্বাচন পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়ে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অনেকে রাজ্যস্তরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবেও কাজ করে থাকেন। তাই ভারতের নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে এই প্রশাসনিক আধিকারিকদেরই প্রাধান্য থাকা উচিত। নিয়োগের সময় দেখা উচিত তাঁদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। যে-হেতু সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সংবিধান ও প্রচলিত আইন মেনে যথাযথ ভাবে করতে হয়, তাই তিন জন কমিশনারের মধ্যে দু'জন প্রশাসনিক এবং এক জন বিচারবিভাগ থেকে হলে কাঠামোটি সুন্দর হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা থাকতেই পারেন। তবে আরও দু'-তিন জন বিশেষজ্ঞ, যেমন; সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান প্রমুখ থাকলেও ক্ষতি নেই। নেতৃত্ব ও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে আস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিত্ব, সততা এবং ঋজু মেরুদণ্ড; এই গুণগুলি সকলের মধ্যে সমান ভাবে থাকবে, এমন আশা না করাই ভাল। তাই তো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমিশনারদের নির্বাচন করা হয়। কিছু দিন আগে ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের নাম ঢোকানো এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কাজ ইচ্ছাকৃত ভাবে নির্বাচন কমিশন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। লেখক বলেছেন, এতে কমিশনের প্রতি আস্থা কমে। এই সব সমস্যায় নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা হলেও তাকে নির্ভর করতে হয় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মহকুমা, জেলা ও রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাজের উপর। এই আধিকারিকরাই নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি-সহ ইভিএম সংরক্ষণ, মেরামতি, নির্বাচন পরিচালনা, ভোট গণনা, ফলাফল প্রকাশ ও জয়ী প্রার্থীদের শংসাপত্র দেওয়ার কাজ করে থাকেন। নির্বাচন পূর্ব এবং পরবর্তী হিংসা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলানোর জন্য কমিশনকে শুধু পরিদর্শক (অবজার্ভার)-এর উপর নির্ভর করলে চলবে না। স্পর্শকাতর এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার ভার স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের বদলে অন্য বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে। যদিও এ ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতাই সব সমস্যা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে।

শব্দবাণ-২৬০

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দণ্ডবিধি ৩. তফাত, ফাঁক ৫. ভাত ৭. লিখতে লাগে ৮. নামানো ১০. নাপিত, ক্ষৌরকার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.একজোড়া, জুটি ২. ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ৩. ব্যঞ্জনবিশেষ ৪. মার দেওয়া ৬.নূতন, অভিনব ৯. হিন্দুদের এক পদবি।

সমাধান: শব্দবাণ-২৫৯

পাশাপাশি: ১. প্রতারিত ৩. খেলাপ ৪. অলক ৬. লাফনা ৯. বয়স ১০. রংবাজি।

উপর-নীচ: ১. প্রপঞ্চ ২. তবল ৩. খেলাধুলা ৫. কল্পবাস ৭. ফকির ৮. সবজি।

জন্মদিন

আজকের দিন

পণ্ডিত আল্লারাখা

১৯১৯ *বিশিষ্ট তবলাবাদক পণ্ডিত আল্লারাখার জন্মদিন।*

১৯৩৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিবেশক জুবিন মেহতার জন্মদিন।*

১৯৭৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আশিস নেহরার জন্মদিন।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈষ্ণব পদাবলির মধ্যেও নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন

স্বপনকুমার মণ্ডল

প্রতিভার ধর্মই প্রকাশের আলো খুঁজে নেওয়া । সেখানে প্রতিভাশালীদের আত্মপ্রকাশের তীব্রতা অত্যন্ত স্বাভাবিকই নয়, প্রত্যাশিতও । শুধু তাই নয়, বিচিত্র পথে তার চলন, বিচিত্র ভাবে তার প্রকাশ। এ-কারণে আত্মপ্রকাশের তার যাত্রা শেষ হয়ে যায় না, আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তার অভিযান এগিয়ে চলে। সেখানে যে তার অসপত্ন অধিকার, তার নাছোড় মনোভাবেই তা সময়ান্তরেই বেরিয়ে পড়ে । শুধু তাই নয়, সেখানে অস্বাভাবিকতাবোধ বা অসাধ্যসাধনের চেতনার চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করার সদিচ্ছাও অত্যন্ত স্বাভাবিক । স্বাভাবিক ভাবে সেই শ্রেষ্ঠত্ববোধে যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিবিড়তা লাভ করে, তেমনই তার উন্নাসিক মানসিকতাও নানাভাবে জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনেও তা লক্ষণীয় । তাঁর অতুলনীয় বিরল প্রতিভার প্রকাশের ক্ষেত্রেও আত্মপ্রতিষ্ঠার অতি সক্রিয়তা থেকে উন্নাসিকতাবোধে বিরূপ সমালোচনাও সক্রিয় হয়েছিল । বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশের আয়োজনে তাঁর সুগভীর অধ্যবসায় ও আত্মসচেতনতা বিস্ময়কর । রীতিমতো জেনে-বুঝে তাঁর সাহিত্যসাধনার বিস্তার । শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই তাঁর উচু তারে বাঁধা মন শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ে তাঁর নিরন্তর অধ্যবসায় ও অনুশীলন অল্প বয়সেই তাঁকে পরিণতমনস্ক করে তুলেছিল । রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর আত্মপ্রকাশে নিজেকে পরখ করার জন্য অতি সক্রিয়তার কথা বললেও তাতে তাঁর কৈশোরকালের পরিচয় ব্রাত্য হয়ে পড়ে না, বরং প্রকাশের আভিজাত্যে তাঁর অসাধারণ মনীষাকে আরও বেশি করে চিনিয়ে দেয় । সেখানে বৈষ্ণবপদাবলির মধ্যেও তাঁর স্বকীয় সত্তা ভানুসিংহ ঠাকুরের নামে আত্মাবিষ্কারে বাংলা সাহিত্যে শুধু অভিনব ও অদ্বিতীয় সৃষ্টি-ফসল উপহার দেয়নি, আত্মপরিচয়েও বনেদি আভিজাত্য গড়ে তুলেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সাড়া জাগানো জনপ্রিয় কাব্যের নাম 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪) এবং তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় চদ্মনাম ভানুসিংহ । অথচ আপনাকে পরখ করতে গিয়েই কবি ঐতিহ্যপ্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব পদাবলিতে নিজেকে সামিল করেছিলেন। তার মধ্যে যে শুধু প্রমাণের সদিচ্ছাই ছিল না, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সাধনাও যে সক্রিয় ছিল, তাও অচিরেই প্রকাশ পায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভার সঙ্গে তাঁর নিরন্তর সাধনার হরগৌরীয় একাত্মতা আপনাতেই বিস্ময় সৃষ্টি করে ।

আসলে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বকীয় প্রতিভা প্রকাশের আয়োজন তাঁর প্রয়োজনকে অনায়াসেই ছাপিয়ে যায় । একইসঙ্গে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশে নিরবচ্ছিন্ন ধারা লক্ষণীয় । শুধু তাই নয়, আত্মবিশ্বাসের প্রাবল্যে তাঁর মধ্যে অতীতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হলেও তাতে তাঁর হীনমন্যতার অবকাশ ছিল না। অন্যদিকে তাঁর সেই ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে অভিনব সৃষ্টি প্রয়াসও জারি ছিল আজীবন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত আত্মবিশ্বাসের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রেষ্ঠত্ববোধে তাঁর উন্নাসিকতার ছায়া কায়া বিস্তার করে । তাতে যেমন তাঁর আত্মবিশ্বাসের ঘটাও আছে, তেমনই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও সক্রিয় ছিল । সেখানে সৃষ্টিতে তাঁর ঘটার ফোঁটাই আত্মপ্রতিষ্ঠার বিজয়তিলককে রূপান্তরিত হওয়ায় প্রতীক্ষা করে । এজন্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বরচিত পথে চলার প্রয়াস প্রথম থেকেই সচল ছিল । অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, অচিরেই তাঁর স্বকীয় পথেই তাঁর অভিযান এগিয়ে চলে । শুধু তাই নয়, সেখানে অচিরেই তাঁর বিখ্যাত হওয়া বা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। সেক্ষেত্রে তাঁর সাধ ও সাধনার মধ্যে যেমন দূরত্ব ছিল না, তেমনই আত্মপ্রকাশ থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যেও বিরতি ঘটেনি । বরং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বরচিত পথে বিস্তারের মধ্যেই তাঁর অসাধারণত্বের পরিচয় নিবিড়তা লাভ করে । এজন্য নিজেকে খুঁজে পাওয়াতেই তাঁর সাধনা নিঃস্ব হয়ে পড়েনি, বরং তাতে উত্তরণ থেকে উৎকর্ষে পৌছানোই তাঁর লক্ষ্য হয়ে ওঠে । সেখানে বৈষ্ণব পদাবলিকেই রবীন্দ্রনাথ অভিনব পদাবলিতে শুধু পরিণত করেননি, পদের প্রাচীনত্বকেই আধুনিক কবিতার বনেদি আভিজাত্যেও রাঙিয়ে তুলেছেন । অথচ তা করেছেন একান্ত আপন করে, কৃত্রিম ভাষাকেও দিয়েছেন আধুনিকতার ছোঁয়া । এজন্য 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'কে তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে সযত্নে লালন করেছেন আজীবন।

বয়সের তুলনায় যেভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার প্রাচুর্য ও আভিজাত্য নিয়ে চর্চার পরিসর সক্রিয়তা লাভ করে, সেভাবে তাঁর অধ্যবসায় বা অনুশীলনের কথা উঠে আসে না। সেখানে তাঁর প্রতিভার অনন্য ও অতুলনীয় বিস্তারে সবকিছু মেনে নেওয়ার প্রবণতায় তাঁর বয়সের অতিরিক্ত পাঠাভ্যাসের কথা উপেক্ষিত হয়ে পড়ে । অথচ রবীন্দ্রনাথের বিরল প্রতিভার নেপথ্যে তাঁর গভীর অধ্যবসায়ের অসাধারণ ভূমিকাও অনস্বীকার্য । ছোটবেলা থেকে গৃহশিক্ষকের কাছেই শুধু পড়াশোনা নয়, নিজে থেকেই তাঁর সাহিত্যপাঠের নিবিড় আয়োজন বহুধাবিস্তৃত ছিল । শুধু তাই নয়, তাঁর গভীর পঠনশীলতাই তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে আরও তীব্র করে তোলে । সেখানে বৈষ্ণব পদাবলির প্রতি তীব্র অনুরাগ শুধু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পড়েই তিনি গড়ে তোলেননি, জয়দেব পড়েছেন, অন্য পদকর্তাতেও পৌছেছিলেন । শ্রেষ্ঠত্ববোধে তাঁর লক্ষ্যে সাহিত্যের রথী-মহারথীর অসাধারণত্বের আলোয় নিজেকে খুঁজে ফেরার সক্রিয়তা তাঁকে সদা সচল রেখেছিল । তাঁর উন্নাসিকতার মধ্যে শুধু আত্মজাহিরের আয়োজন ছিল না, নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার সদিচ্ছাও সক্রিয় ছিল । তাঁর বিরূপ সমালোচনার মধ্যেও সেই গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে । স্বাভাবিকভাবেই তাতে তাঁর সমালোচনায় তুলনা বা প্রতিতুলনার অবকাশে শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা আপনাতেই সক্রিয়তা লাভ করে । অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার ধারাতেই তাঁর সমালোচনা ধারা অব্যাহত থাকে । সেখানে তাঁর সৃষ্টির নেপথ্যে তাঁর গভীর অধ্যবসায় ও অনুধ্যানের পরিচয় বেরিয়ে পড়ে ।

মাত্র যোলো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ অভিনব বৈষ্ণব পদাবলি লেখায় ব্রতী হয়েছিলেন । তারও বছরদুয়েক আগে থেকেই তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর আত্মাবিষ্কারের সোপানে তাঁর মধ্যে বহুমুখী বিস্তার যেমন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, তেমনই স্বকীয় পথের সন্ধানে তাঁর অতীতকে অতিক্রমের প্রয়াসও জারি থাকে । সেখানে যেমন শ্রেষ্ঠত্ববোধে অনেকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে, তেমনই তাতে তাঁর উন্নাসিকতাও বেরিয়ে পড়ে কৃতীদের তুলনা বা প্রতিতুলনার অবকাশে । সেক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির বহুমুখী নিবিড় আয়োজনের পাশাপাশি তাঁর মননের বহুধাবিস্তৃত মূল্যায়ন একইভাবে স্বকীয় অস্তিত্বকে প্রকাশ করে চলেছিল। তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত মাসিক 'ভারতী' পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ ১২৮৪-এর শ্রাবণ/১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত লেখার মধ্যেও তার পরিচয় বর্তমান । তাতে কবিতার পাশাপাশি তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাথবধ কাব্য'-এর সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি বেরিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর জন্য বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটি প্রকাশের বছরতিনেক আগে(১৮৭৩) তাঁর প্রয়াণ ঘটে । স্বাভাবিক ভাবেই খ্যাতির প্রতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের হীনমন্যতাবোধজাত বিরূপ সমালোচনা প্রকাশের মধ্যেও কবির স্বকীয় প্রতিভার পরিচয়ও সংগুপ্ত থাকেনি । রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই বিরূপ সমালোচনার নেপথ্যে তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধার কথা বছরপাঁচেক পরে(১৮৮২) বললেও তার মধ্যে তাঁর তীব্র অস্মিতাবোধের উগ্রতাকে অস্বীকার করা যায় না। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিভাজাত ঈর্ষা নানাভাবেই উৎকর্ষবোধে উঠে এসেছে । সেখানে প্রশংসার ছলেও তাঁর স্বকীয় অস্তিত্ব নানাভাবেই মুখর । মহাকবি কালিদাসের কথা প্রসঙ্গেও তাঁর নিজের কথা প্রাধান্য পেয়েছে । 'ক্ষণিকা'র(১৯৯৩) 'সেকাল' কবিতার শেষ স্তবকের সূচনায় অকপটে কবি জানিয়েছেন 'আপাতত এই আনন্দে/গর্বে বেড়াই নেচে---/কালিদাস তো নামেই আছেন,/আমি আছি বেঁচে।' রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যেই তাঁর অস্মিতাবোধের পরিচয় নানাভাবে উঠে এসেছে ।

অন্যদিকে সেবছর(১২৮৪) 'ভারতী'র আশ্বিন সংখ্যাতেই তাঁর 'ভানুসিংহের কবিতা' শুরু হয় 'সজনী গো---শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা'। দ্বিতীয় কবিতা বেরোয় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় । সেই কবিতাটি লেখার আনন্দ রবীন্দ্রনাথ আজীবন বহন করেছেন । এও যেন তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মতো সৃষ্টির আনন্দ বয়ে এনেছিল । 'জীবনস্মৃতি'তে(১৯১২) সেকথা অকপটে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ ক্রিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটি শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারী খুশি হইলাম ।' সেই খুশিতে সেবছর মোট সাতটির সঙ্গে পরে আরও ছয়টি এবং 'ছবি ও গান'-এর অন্তর্ভুক্ত আর দুটি মিলে পনেরোটির সঙ্গে আর নতুন করে লেখা ছয়টি মিলে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ১২৯১ তথা ১৮৮৪-তে প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিতে নতুন মাত্রা লাভ করে। কাব্যটি পরে আরও সংযোজন-বিয়োজন করা হয়। অন্যদিকে তার আগে তাঁর বিশ বছরের মধ্যে যেসব কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে যে কবিপরিণতির পরিচয় সমুন্নত ছিল না, তা রবীন্দ্রনাথের পুনর্মুদ্রণের অনীহাবোধেই স্পষ্ট মনে হয়। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বরমাল্য পাওয়া 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যটিকেও বাদ দিতে চেয়েছিলেন কবি। সেক্ষেত্রে তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' যে তাঁর কাব্যধারায় প্রথম উৎকৃষ্ট ফসল, সেকথাও স্বয়ং কবির অভিপ্রায়েই প্রতীয়মান । ১৯৪০-এও কাব্যটির নতুন সংস্করণের ভূমিকা লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপ্রত্যয়কে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের আত্মাবিষ্কারে বৈষ্ণব পদাবলির প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ বিশেষভাবে স্মরণীয় । চোদ্দো বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে একাত্ম হতে শুরু করেন । সেই সময় 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় সরকার, সারদাচরণ মিত্র ও বরদাকান্ত মিত্রের সম্পাদনায় ১২৭১-এর অগ্রহায়ণ মাস থেকে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নামে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখের পদাবলি প্রকাশিত হতে থাকে । তাতে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলি টীকা-সহ প্রকাশিত হয় । সেখানে বিদ্যাপতির অচেনা-অজানা ভাষায় লেখা পদগুলি রবীন্দ্রনাথের মনে তীব্র আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের সৌজন্যে পাওয়া বিদ্যাপতির পদগুলি তাঁর রীতিমতো গবেষণা ও সাধনার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ সেকথা তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে 'ভানুসিংহের কবিতা'য় সেকথা অকপটে জানিয়েছেন। সেই 'প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ সে-সময়ে' তাঁর কাছে 'লোভের সামগ্রী' হয়ে উঠেছিল।

গুরুজনদের পাঠের অভাববোধে সেগুলো অনায়াসেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জোগাড় করা সহজ হয়েছিল, কিন্তু আত্মস্থ করা সহজ ছিল না। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় উদ্যোগেই তাঁর অসাধারণত্ব নিবিড়তা লাভ করে । তাঁর কথায়(প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী'র প্রথম খণ্ডে 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপির পাঠে) 'বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত । আমি টীকার উপর নির্ভর করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ করে দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম । ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম ।' সেই সব প্রস্তুতির পটভূমিকায় খাতাটির কথা সুদীর্ঘকাল পরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে ১৯৪০-এর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভূমিকায় পুনরায় স্মরণ করেছেন । শুধু তাই নয়, আরও জানিয়েছেন 'পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি । যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামত মনে করেছেন ভুল করেছেন । এটা আমার নিজের মত ।' সে মতেই রবীন্দ্রনাথের সততা ও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠাই নয়, প্রতিভাদীপ্ত অস্মিতাবোধও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । অন্যদিকে 'ভানুসিংহের কবিতা'র কবিতার মধ্যে যে তাঁর কবিখ্যাতির সচেষ্ট প্রয়াস ছিল, সে কথাও তার অব্যবহিত অনুচ্ছেদের সূচনায় 'পদাবলীতে জালিয়াতি'র কথা পুনরায় তুলে ধরাতেই প্রতীয়মান।

সাফল্যবোধের উৎকর্ষে ঋণস্বীকারের কথা প্রকাশমুখর হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভানুসিংহ ঠাকুরের কবিতার উৎকর্ষবোধে তার রচনা প্রসঙ্গে অনেকের ঋণের কথা অকপটে বলেছেন । তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিতে মনে হয় যেন তাঁদের সংযোগেই তাঁর এই বিরল কৃতিত্বের প্রকাশ সহজসাধ্য হয়েছিল । আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিনয়ের অভিনয় ছিল না। বরং সত্যপ্রকাশে তাঁর স্পষ্টবাক্ মূর্তি আপনাতেই শ্রদ্ধা আদায় করে নেয় । সেখানে বৈষ্ণব পদাবলিতে তাঁর স্বকীয় ভূমিকার মধ্যে জালিয়াতির ছায়া কীভাবে বিস্তার হয়েছিল, তা নিয়ে তাঁর দ্বিধাহীন প্রকাশের মধ্যেই আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়ে । রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের কাব্যালোচনার সুহৃদ তথা জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের সহপাঠী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছে ইংল্যান্ডের বালককবি টমাস চ্যাটার্টনের (১৭৫২-৭০) প্রাচীন কবির মতো নকল কবির বিপুল খ্যাতির কথা শুনেছিলেন । সেই চ্যাটার্টনের কবিখ্যাতির মোহে পড়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁর পথ অনুসরণ করেছিলেন । 'জীবনস্মৃতি'-তেও জানিয়েছেন 'চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে যোলোবছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন । আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম ।' অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর যোলো বছর বয়সেই বালককবির 'জালিয়াতি'র শরিক হওয়ার কথা রসিকতা করে বলেছেন, তাও অচিরে তিনিই ফাঁস করে দেন । সেখানে তাঁর 'জালিয়াতি'র মধ্যেই নকলের আভিজাত্য নেই, আসলের অসাধারণত্ব প্রকট হয়ে ওঠে । মাঝখান থেকে বাংলার পণ্ডিতমহলের ফাঁক ও ফাঁকি নিয়ে তাঁর রসিকতায় চূড়ান্ত ব্যঙ্গবিদ্রুপও আন্তরিক হয়ে ওঠে । প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ বালককবি চ্যাটার্টনের পঞ্চদশ শতকের প্রাচীন কবি টমাস রাউলির ([illegible]) কবিতার মতো নকল করে কবিখ্যাতি লাভে সচেষ্ট হননি । বালককবির মতো তাঁর কবিতার প্রতি পাঠকবিমুখতা বা কবিখ্যাতির অভাববোধ তাঁর ছিল না। সেদিক থেকে বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চা প্রকাশের আলো খুঁজে পায়, অচিরেই একাধিক সাময়িক পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যচর্চা বিস্তার লাভ করে । সেদিক থেকে চ্যাটার্টনের হীনমন্যতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুর কোনো প্রাচীন কবি নন । সেটি তাঁরই ছদ্মনাম । শুধু তাই নয়, তিনিই যে ভানুসিংহ সেকথাও রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বালককবির ছায়া নেই, তবে রসিকতা আছে ।

আসলে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে তাঁর কবিসত্তার উৎকর্ষকে পরখ করতে চেয়েছিলেন। সেখানে বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলির ব্রজবুলির মতো বাংলা ও মৈথিলীর কৃত্রিমতাজাত মিশ্রভাষার রহস্যময় প্রকৃতির প্রতি তীব্র অনুরাগে তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় নতুন করে কবিতা রচনার মধ্যে যেমন তার পাঠযোগ্যতায় প্রাচীনত্বের সৌরভ জরুরি, তেমনই তার সাফল্যে কবির কৃতিত্ব প্রতীয়মান । স্বাভাবিকভাবেই প্রথমের বাস্তবায়নের ভিতেই দ্বিতীয়'র আবির্ভাব নির্ভর করায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভানুসিংহের প্রাচীনত্ব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অচিরেই সফলতা লাভ করেন। সত্য স্বীকারে ছলনার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ছলনার মাধ্যমে সত্যে পৌছানোর মধ্যে সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের পরিচয় বর্তমান । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভানুসিংহের প্রাচীনত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বীয় কবিত্বের পরিচয়কে পরখ করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর দুর্বলতা নয়, বরং অনেকবেশি সবলতার পরিচয় । প্রথমে ভানুসিংহের প্রাচীনত্বের আধারে তাঁর কবিতার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তারের আয়োজন চলে । লাইব্রেরিতে খুঁজে খুঁজে বহু পুরনো জীর্ণ পুঁথি থেকে প্রাচীন কবি ভানুসিংহের কবিতা 'কাপি করিয়া' আনার কথা বলে প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহে আগ্রহী বন্ধুকে দেখিয়ে বিশ্বাস করানোর প্রয়াসী হয়েছিলেন কিশোর কবি । এতে সেই বন্ধুর ভানুসিংহকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের চেয়েও বড় কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কাছে ধরা দেন। তাতে অবশ্য প্রশংসা শংসায় এসে ঠেকে । বন্ধুটির 'নিতান্ত মন্দ হয়নি' নামমাত্র মূল্যায়ন স্বাভাবিক হয়ে আসে । অন্যদিকে 'ভারতী'তে প্রকাশকালেই জার্মানীর প্রবাসী ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের গীতিকাব্যের তুলনা করে যে চটি বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে ভানুসিংহকে 'প্রাচীন পদকর্তারূপে' 'প্রচুর সম্মান দিয়েছিলেন' যা 'কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে সহজে জোটে না' বলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে জানিয়েছেন । শুধু তাই নয়, 'এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ।'

আসলে রবীন্দ্রনাথ যে ভানুসিংহের কবিতা লিখে ভানুসিংহের কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন, সেকথা শুধু প্রকাশের উৎকর্ষেই উচ্ছ্বাসিত হয়ে ফলাও করে বলেননি, তার মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশের অভিনব আয়োজনের সার্থকতাও ছিল। যা বালককবি চ্যাটার্টন প্রাচীন কবির আড়ালে থেকেই কবিখ্যাতি নিঃস্ব করে ফেলেছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় কবিপ্রতিভায় প্রাচীন কবিকে আধুনিকতায় নবজন্ম দিয়েছেন । সেখানে তাঁর সচেতন সাধনা ও সৃষ্টির অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী যিনি চ্যাটার্টনের কথা রবীন্দ্রনাথকে অল্পবিস্তর জানিয়েছিলেন, সেই বালককবিকে নিয়েও তাঁর গবেষণা অচিরেই 'ভারতী'তে (আষাঢ় ১২৮৬) 'চ্যাটার্টন---বালককবি' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে পণ্ডিতমহলের মূল্যায়নে ফাঁক ও ফাঁকি থেকে অনুমানের অসারতা নিয়ে ভানুসিংহের পরিচয় নিয়ে যাতে রহস্য আরও ঘনীভূত না হয়, এজন্য রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশের সমকালেই 'নবজীবন'(শ্রাবণ ১২৯১) পত্রিকায় সব্যঙ্গে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' লিখেছেন । এটি আবার তাঁর প্রথম ব্যঙ্গরচনাও । অন্যদিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কথাতে ভর করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভানুসিংহের কবিতায় আত্মনিয়োগ করে সফলতা পেয়েছেন, একথাও যথার্থ নয়। কৈশোরেই তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলির প্রতি তীব্র অনুরাগ লক্ষণীয় । সেখানে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষার প্রতি দুর্বার আকর্ষণের মূলে শুধু ভাষাগত দুর্বোধ্যতা রহস্যময়তাকেই দায়ী করলে ভুল হবে । রবীন্দ্রনাথ যদিও সেদিকেই আমাদের দৃষ্টিকে সক্রিয় করে তুলেছেন । অথচ তা হলে সেই চর্চা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারত না । রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভূমিকার (১৯৪০) শেষে স্পষ্ট করে বলেছেন, ' এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা ।' সেক্ষেত্রে কবিখ্যাতি পাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের প্রতি একাত্মতাবোধকে নিবিড় করে তুলেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র প্রথম সংস্করণের (১৮৮৪) আখ্যাপত্রে কবি নিজেকেই 'প্রকাশক' হিসাবে বিজ্ঞাপিত করেছেন । সবদিকেই ভানুসিংহের কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সযত্নে লালিত উদ্যোগের মধ্যে তাঁর নিছক প্রাচীন কবির কবিখ্যাতির লক্ষ্য যে ছিল না, অচিরেই তার পরিচয় মেলে।

আসলে বৈষ্ণব পদাবলির প্রতিই তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ ও তীব্র আকর্ষণ তাঁর তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের মধ্যেই প্রতীয়মান । সেখানে বয়সোচিত জ্ঞানের অভাবে নয়, তাঁর স্বকীয় অসাধারণত্বকে সঙ্গী করেই রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের বিস্তার ঘটেছে । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনকথা'য় রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলির প্রতি মুগ্ধতার কথা বলেও তাতে তাঁর 'কাব্যরস-উপভোগ'-এর বাইরে 'বৈষ্ণবতত্ত্ব বোঝবার বয়স ও আগ্রহ তখনো হয় নি' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন । অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই ক্রমশ সেই বৈষ্ণবতত্ত্বে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন বলেই প্রভাতকুমারই তার অব্যবহিত পরের বাক্যেই বলেছেন, 'তাঁর অসংখ্য কবিতায় বৈষ্ণবীয় ভাব ও ভাষা এমনভাবে মিশে আছে যে, লোকে ভুল করে ভাবতেও পারে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ অর্থে বুঝি বৈষ্ণব ছিলেন।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভানুসিংহের 'সজনি গো,/শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, 'বার বার সখি, বারণ করনু,/না যাও মথুরাধাম' বা 'মরণ রে/ তুঁহু মম শ্যামসমান' প্রভৃতি পদে সেই ভাবের বিস্তার রবীন্দ্রনাথকেও বৈষ্ণব কবি মনে হয়। শুধু তাই নয়, পদ্গুলির মধ্যে সুরের ব্যঞ্জনায় গানের অস্তিত্বে অভিনব আবেদন বয়ে আনার প্রতি সুকুমার সেন সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ (চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স) তিনি আরও জানিয়েছেন, 'এই গানগুলির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে পরিচিত হইয়াছিলেন ।' অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলি গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই তো রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করতে পেরেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তেও তাঁর সত্যান্বেষণী মনের কথা নিজেই ব্যক্ত করেছেন তিনি, 'গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল ।' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে বিদ্যাপতি বা তাঁর ব্রজবুলি ভাষার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য পদকর্তাদের পদেও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিল, তা সহজেই অনুমেয় । ভানুসিংহের ভাষায় বিদ্যাপতি বা ব্রজবুলি প্রকট হয়ে উঠলেও ভাবে চণ্ডীদাসের প্রভাবও সেখানে বর্তমান । 'মরণ রে / তুঁহু মম শ্যামসমান' রাধাবিরহের জনপ্রিয় পদটিতে চণ্ডীদাসের ছায়া সুস্পষ্ট ।

অন্যদিকে শুধু ভানুসিংহের কবিতাতেই নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যেও তাঁর বৈষ্ণব পদাবলি সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা বেরিয়ে এসেছে । 'আলোচনা'র(১৮৮৫) 'বৈষ্ণব কবির গান', 'সমালোচনা'র(১৮৮৮) 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', 'বসন্তরায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে তার পরিচয় বর্তমান । 'বৈষ্ণব কবিতার গান'-এ রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের আধারে স্বর্গের পরিচয়কে নিবিড় করে তুলে ধরেছেন। সেখানে জ্ঞান্দাসের গানের উদ্ধৃতিতে তা মূর্ত করে তুলেছেন । আবার 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিত্বের পার্থক্যই শুধু স্পষ্ট করে তোলেননি, দ্বিতীয়জনের চেয়েও প্রথমজনের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকে বিশদে আলোচনা করেছেন। 'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি'র মূল্যায়ন বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলির আলোচনায় পথনির্দেশ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, 'বসন্তরায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও বসন্তরায়ের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে বসন্তরায়ের ব্রজবুলি ভাষা ও তাঁর কবিত্বের সুখ্যাতি করেছেন। প্রবন্ধের বইদুটিকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে অগ্রাহ্য করলেও বৈষ্ণব পদাবলির আলোচনায় সেগুলি অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের মননে বৈষ্ণব পদাবলি সুদীর্ঘকাল সক্রিয় ছিল। সময়ান্তরে তিনি তাতে মনোযোগীও হয়েছেন । 'আধুনিক সাহিত্য'(১৯০৭)-এর 'বিদ্যাপতির রাধিকা'র মধ্যে তার পরিচয় মেলে । সেটি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৮-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার মধ্যেও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধার তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান । শুধু তাই নয়, সেখানে বিদ্যাপতির রাধার চিরনবীন প্রেমের ভূমিকার পরে চণ্ডীদাসের চিরপুরাতন প্রেমের কথা আন্তরিক ভাবে ফুটে উঠেছে। বিদ্যাপতির অপূর্ণতার আধারেই চণ্ডীদাসের প্রেমের অপার মহিমা বিস্তার লাভ করে । সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমের অসীম ব্যঞ্জনায় বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ভানুসিংহের পদাবলি বা প্রবন্ধাদিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই ক্ষান্ত হননি, কবিতাতেও সক্রিয় হয়েছেন। বৈষ্ণবতত্বকথাকে তাঁর মতো এমন সহজ করে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেননি। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনসাধনের কথা কত ভাবেই না ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই । সেখানে প্রেমের বিস্তারে বৈষ্ণব পদাবলির আবেদন সহজেই অবৈষ্ণবদের মনেও সৌরভ ছড়িয়ে দেয় ।

'সোনার তরী'(১৮৯৪) কাব্যের 'বৈষ্ণবকবিতা'য় সেই প্রেমের কথাই প্রথমে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ । 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কবি । সেখানে রাধার প্রেমের একাত্মতায় কবিদের বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন প্রেমের কথাই স্মরণ করেছেন । কবির ভাষায় 'সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,/ কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,/ কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান/ বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,/রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?' সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই দেবতা ও প্রিয় একাকার হয়ে ওঠে । কবির ভাষায় 'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দেই তাই/প্রিয়জনে---প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই/ তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!/ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা ।' রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলির কবিত্বের প্রতি তীব্র অনুরাগী হয়েই শুধু ভানুসিংহ হয়ে ওঠেনি, তার সঙ্গে বৈষ্ণবতত্ত্বের যোগও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ছিল । গাছের উপরের ফুলফলের দৃষ্টি থেকে মাটির মূলের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আপনাতেই প্রসারিত হয়েছিল । এজন্য অবৈষ্ণব হয়েও তিনি যেভাবে ভানুসিংহ ঠাকুরের মধ্যে আত্মগোপন থেকে আত্মপ্রকাশ করে ক্রমশ তাঁর আত্মস্থ প্রকৃতিকে সাহিত্যের নানা শাখাপ্রাশাখায় সবুজ করে তুলেছেন, তা তাঁর দিগন্তবিস্তারী সৃষ্টিশীলতারই পরিচয়বাহী। অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলিকে আধুনিক পরিসরে তিনি শুধু পুনর্জন্মই দেননি, তার বনেদিয়ানাকেও নতুন করে প্রাণিত করেছেন। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই অনন্য ইতিহাস রচনা করেছে, যা নীরবে নিভৃতে আমাদের পথ দেখিয়ে চলে অবিরত, বিস্ময় জাগিয়ে রাখে নিরন্তর ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বাঁকুড়ার ছাতনা থেকে ৩০০৩ ফুল ও শুশুনিয়া পাহাড়ের জল রওনা দিল দিঘার উদ্দেশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাংলায় এবার জগন্নাথ ধাম। অক্ষয় তৃতীয়ার শুভক্ষণে এই বাংলায় দিঘার সমুদ্র তীরে প্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা। প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রভু জগন্নাথ মন্দিরের শুভ সূচনা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মন্দির চত্বর জুড়ে সাজো সাজো রব। এর মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গিয়েছেন দিঘায়। রাজ্য সহ রাজ্যের বাইরের বহু মানুষ হাজির হচ্ছেন দিঘায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার সেই বিশেষ সন্ধিক্ষণের সাক্ষী হতে। বাঁকুড়া থেকেও এই পুণ্য মুহূর্তের সাক্ষী হচ্ছেন বহু পুণ্যার্থী। বাঁকুড়ার ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উদ্যোগে বাঁকুড়ার ছাতনা থেকে সাদা ও লাল পদ্ম মিলিয়ে মোট তিন হাজার তিন ফুল এবং শুশুনিয়া পাহাড়ের ধারার পবিত্র জল আজ রওনা দিল দিঘার জগন্নাথ

মন্দিরের উদ্দেশে। ঢাক কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি দিয়ে বিদায় জানালেন মহিলারা দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দেওয়া পদ্মফুল ও শুশুনিয়া ধারার জল সমেত গাড়িটিকে। দেরিতে হলেও চৈতন্য উদয় কটাক্ষ বিজেপির। তৃণমূল নেতার সনাতনী বিজেপি পদ্মফুল নিয়ে জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে রওনা দেওয়াকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিজেপি।

ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দাবি, বিজেপি মুখেই হিন্দুত্ববাদ। আদতে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে যেমন জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তেমনি কালীঘাটে স্কাইওয়াক হয়েছে, তারাপীঠ হয়েছে প্রভূত উন্নয়ন। ছাতনা থেকে লাল ও সাদা পদ্ম মিলিয়ে মোট ৩০০৩টি পদ্ম ফুল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর সঙ্গে পাত্রে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্নার পবিত্র জল। এই পদ্মফুল এবং শুশুনিয়ার ধারার জল প্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পুর্জা পার্বণে উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হবে। দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে শঙ্খ ধ্বনি উলু ধ্বনি দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছন ছাতনার মানুষও।

মায়ের সঙ্গে বাবাকে আনতে পাঠানকোট পৌঁছল পূর্ণম সাউয়ের ছেলে আরব

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: শেষ পাঁচ-ছয় দিন ধরে মনমরা হয়ে পড়ে রয়েছে সে। পড়াশোনা, খেলাধুলা কোনও কিছুতেই মন টিকছে না। স্কুল যাওয়া বন্ধ। 'আমার বাবাকে ছেড়ে দিক। আর কিছু চাই না। বাবাকে খুব ভালোবাসি।' আর্তি আরব সাউয়ের। মুখে একটাই কথা, 'বাবাকে পাকিস্তান ছেড়ে দিক।' সোমবার মায়ের সঙ্গে পাঠানকোটে পৌঁছল আরব।

গত কয়েকদিন ধরে বাড়ির অবস্থা, মা, ঠাকুমা, দাদুকে দেখে ছোট্ট আরব উপলব্ধি করতে পেরেছে কিছু একটা খারাপ হয়েছে। মাকে জিজ্ঞাসা করেই জানতে পারে, বাবাকে পাকিস্তানে বন্দি করে রাখা হয়েছে। বাবাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

সোমবার সকালেই জামাকাপড় পরে তৈরি হয়েছিল। বাড়ির অন্য সদস্যরা যখন তৈরি হচ্ছেন, ততক্ষণে বাড়ির সামনেই কিছুক্ষণ সাইকেল চালিয়ে নেয়। বাবাকে আনতে যাচ্ছ?

প্রতিবেশীর প্রশ্নে ৮ বছরের আরবের উত্তর (গলার রুদ্রাক্ষের মালা দেখিয়ে), 'এটা মহাদেবের আশীর্বাদের মালা। আমি মহাদেবের কাছে বাবাকে ফেরত চেয়েছি। বাবা ফিরে আসবেই। আর আমার পছন্দের খেলনা নিয়ে আসবে।'

এদিন সকালে রিষড়ার বাড়ির সামনে ছোট্ট আরবকে প্রশ্ন করতেই সে বলে, পাকিস্তান আমার বাবাকে ছেড়ে দিক। আর কিছু চাই না। বাবাকে যে অবস্থায় বাবা গিয়েছে, সেই অবস্থাতেই ফিরে আসুক। বাবাকে খুব ভালোবাসি।

পূর্ণমের স্ত্রী রজনী বললেন, আমরা এখনও কেন্দ্র থেকে কোনও খবর পাইনি। স্যাররা বলছেন, কাজ চলছে। ওনারা আমাকে সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছেন। আজ ৭ দিন হয়ে গেল, আর আস্থা রাখতে পারছি না। দিল্লি হেড অফিস যাব। সিইও স্যারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইছি। কুম্ভ মেলার ডিউটি করে শেষবার যখন পূর্ণম সাউ যখন বাড়ি ফিরেছিলেন, তখন ছেলের জন্য পছন্দের খেলনা নিয়ে এসেছিলেন। অন্যদিকে, শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএসএফের ডিজির সঙ্গে কথা বলে পূর্ণমের সুস্থতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। দ্রুত তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন ডিজি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিও ঘিরে উত্তেজনা, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে সোমবার রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তুলল রঘুনাথপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল রঘুনাথপুর শহরের তেনজিং গ্রাউন্ড এলাকার বাসিন্দা শেখ রাজু ও শেখ রিজু, অপরজন রঘুনাথপুর শহরের ভকতপাড়ার বাসিন্দা শেখ জুনেজ। ধৃতদের তিনজনকেই সোমবার রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, রবিবার কাশ্মীরের পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার ঘটনার প্রতিবাদে ও নিহতদের স্মরণে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরে একটি মিছিল করে। সেই সময় পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও প্যালেস্তাইন তিনটি দেশের পতকা রঘুনাথপুর শহরের নন্দুয়াড়া মোড়ে রাস্তার উপর সেঁটে দিয়ে পা দিয়ে প্রতিবাদ করে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। মিছিল চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিন যুবক ওই পতকাগুলি রাস্তার ওপর থেকে তুলে ও ওই স্থানে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের গালিগালাজ করে। তার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। তারপরেই শহরে উত্তেজনা ছড়ায়। দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখানো হয় ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে। সোমবার সকালেও বিজেপি ও হিন্দুসংগঠন গুলি রঘুনাথপুর থানায় বিক্ষোভ দেখায়।

অন্যদিন রঘুনাথপুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন। সোমবার দোষীদের গ্রেপ্তারের পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা বলে বিতর্কে বিজেপির দুই বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: পুলিশের বিরুদ্ধে হিন্দুদের শস্ত্র তুলে নিয়ে এই খাকি উর্দিদের টেবিলের নিচে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটুন, বললেন বিজেপি বিধায়ক। পাশাপাশি ২০২৬ সালের পরে তৃণমূলিদের ঘর থেকে টেনে বের করে মারবেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তৃণমূলের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের। শনিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনা বনগাঁ দক্ষিণ

বিধানসভার ঘোঁজা বাজারে পথসভা করে বিজেপি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। এদিনের এই পথসভা থেকে তৃণমূল ও পুলিশকে বেনজিরভাবে আক্রমণ করেন বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং তারদের চামচাদের বলে যাচ্ছি, বেশিদিন নেই ২০২৬ ঘরের থেকে টেনে বের করে মারব। কি ভাবছে তারা দুটো পয়সার লোভে এই সনাতনী সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দেবে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দেবে? আর এই দলদাস পুলিশগুলি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। পুলিশের বিরুদ্ধে স্বপন অভিযোগ তোলেন কোনও হিন্দু সনাতনী মানুষ কিছু পোস্ট করলে তার বাড়িতে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে সনাতনীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সকলে হাতে শস্ত্র তুলে নিন। এই খাকি উর্দিদের টেবিলের নীচে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটুন। তাহলেই এরা শিক্ষা পাবে। পাশাপাশি বিধায়ক অসীম সরকারও পুলিশকে আক্রমণ করেন। পুলিশকে নপুংশুক বলে আক্রমণ করেন অসীম। এই বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, চারবছর বিধায়ক থেকে কোনও কাজ করেনি মানুষের সঙ্গে কোনও জনসংযোগ নেই। তাই এখন বিধানসভার আগে মিডিয়ায় ভেসে থাকতে মানুষকে উত্তপ্ত করতে এই ধরনের মন্তব্য করছে। এই দুই বিধায়কের গ্রেপ্তারের দাবি তুলল তৃণমূল। গাইঘাটা জলেশ্বর দু'নম্বর আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি উত্তম সরকারের দাবি বিধায়কদের এই ধরনের বক্তব্যে এলাকায় সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা চাই এই দুই বিজেপি বিধায়ককে গ্রেপ্তার করা হোক।

গাড়িতে জুতোর মালা পরিয়ে কাঁকসার বিডিওকে বিদায় জানাব, হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গাড়িতে জুতোর মালা পরিয়ে কাঁকসার বিডিওকে বিদায় জানাব আমরা, সেই ক্ষমতা আমরা রাখি। সোমবার কাঁকসার বিডিও অফিসে ডেপুটেশ দিতে এসে এমনই হুঁশিয়ারি দেয় বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা। ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই বিষয়ে কোনো রকম মন্তব্য করতে চাননি কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে। যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন, এটা ওদের কালচার। এটাই ওদের সংস্কৃতি। তার দাবি গত লোকসভা নির্বাচনে কে কাকে জুতোর মালা পরিয়েছে সেটা মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে। সরকারি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে একজন প্রশাসনিক অধিকারীকে এইভাবে

অপমান করা যায় না। এই বিষয়ে প্রশাসনিক ভাবে যা পদক্ষেপ নেওয়ার তা নেওয়া হবে। সোমবার ৪ দফা দাবিকে সামনে রেখে কাঁকসার বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা, গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রশান্ত রায় সহ বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এদিন কাঁকসার মিনি বাজার থেকে মিছিল করে এসে কাঁকসার বিডিও অফিসে ঢোকার সময় আগে থেকেই মোতায়েন থাকা কাঁকসা থানার পুলিশ গেটে আটকে দিলে গেটের বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপি কর্মীরা। এরপর কাঁকসার বিডিওর কাছে তারা ডেপুটেশন জমা দেন। বিজেপি নেতা রমন শর্মার অভিযোগ, কাঁকসা ব্লক জুড়ে বয়স্ক রা ও বিধবারা ভাতা পাওয়ার কথা। কিন্তু মানুষ পাচ্ছে না। সম্প্রতি যাদের তালিকায় নাম এসেছে তাদের অনেকেই মৃত। অনেকেই এখনও সরকারি বাড়ি পায়নি। পানাগড় বাজারে দুটি আবাসন গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেই আবাসনের কোনো নিকাশী ব্যবস্থা ঠিকমতো করা হয়নি। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা কাঁকসার বিডিও-র কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বৃক্ষ নিধনের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ মেদিনীপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রাস্তা সম্প্রসারণের নামে বৃক্ষ নিধনের প্রতিবাদে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এবং ডিএফও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মঞ্চের অভিযোগ, মেদিনীপুর শহরের সিপাই বাজারে বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত ৬৫ বছরের পুরনো একটি অশ্বত্থ গাছ ও একটি নিম গাছ কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষাকারী পুরনো এই দুটি গাছ কেটে ফেলা হলে প্রকৃতিগতভাবে এবং বাস্তুতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেবে। এই বনস্পতি দুটি বহু প্রজাতির জীবের খাদ্য ও বাসস্থান। গাছ দুটি কেটে ফেলার খবর পেয়ে এলাকাবাসী, বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মী সহ ঐতিহাসিক মেদিনীপুর শহরের সর্বস্তরের সচেতন জনগণ প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পাশাপাশি বনবিভাগের ডিএফও'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে গাছ দুটি যাতে না কাটা হয় সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। পূর্ত দপ্তরকে গাছটি কাটার অনুমতি দেওয়া হলেও ডিএফও সংগঠনের প্রতিনিধিদের আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়ে গাছ দুটি রক্ষা করার বিষয়ে সহমত হন এবং সেগুলি কেটে ফেলার অনুমোদন বাতিল করার আশ্বাস দেন। জেলা কমিটির পক্ষে ডেপুটেশন দলে ছিলেন জেলা কার্যকরী সভাপতি ডঃ দিলীপ চক্রবর্তী, অফিস সম্পাদক চন্দ্রশেখর দাস, জেলা কমিটির সদস্য অভিজিৎ দাশ গোস্বামী।

রায়না এক ব্লকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় উন্নয়ন কাজের সূচনা, উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না এক ব্লকের নতুন গ্রাম থেকে রামকৃষ্ণপুর পর্যন্ত ৪.৮২০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার উদ্বোধন হল সোমবার। স্টেট ফান্ডের অনুদানে নির্মিত এই রাস্তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মন্ত্রী ও উপস্থিত বিশেষ অতিথিরা উদ্বোধন করেন।

সোমবার অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রাণি এ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শুভলক্ষ্মী ঘোষ, দক্ষিণ মহকুমার মহকুমাশাসক বুদ্ধদেব পান, রায়না বিধানসভার বিধায়ক শম্পা ধারা, রায়না এক ব্লকের বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত, এছাড়াও অন্যান্যরা।

একই দিনে রায়না এক ব্লকের বাঁধগাছা মোড় থেকে শ্যামসুন্দর রোড পর্যন্ত রাস্তার উন্নতিকরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। জানা গিয়েছে, এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১০.৪০০ কিলোমিটার। রাস্তাটির উন্নয়নের ফলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবার দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে রায়না এক ব্লকে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের আরও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

নবাগত দলের নেতারা কয়লা সহ একাধিক সিন্ডিকেটে জড়িত

প্রতিবাদ করায় মিথ্যা অপপ্রচার, বললেন বংশ গোপাল চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কয়লার সিন্ডিকেট রাজের সঙ্গে এক শ্রেণির নবীন বাম নেতা বিজেপির সঙ্গে মিলে স্থানীয় কয়লা সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত থাকার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সদ্য বহিষ্কৃত বাম নেতা বংশগোপাল চৌধুরী। দল থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর কয়লার সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে বিস্ফোরক প্রাক্তন রাজ্যের মন্ত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী।

বংশগোপাল চৌধুরী বলেন, যুব বয়স থেকেই তিনি বামপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। পরে রাজ্যের মন্ত্রী ও পরে সাংসদ হন। কিন্তু তার কর্তব্যকালীন তিনি দলীয় স্বার্থে মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থান্বেষী নেতাদের বিরুদ্ধে দলীয় স্তরে বললেও জনসমক্ষে কিছু বলেননি।

তার অভিযোগ, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সংগঠনের মুষ্টিমেয় এইসব নেতা অসাধু কয়লা সিন্ডিকেট সহ বিভিন্ন অসাধু উপায়ে রোজগারের কাজে লিপ্ত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ওইসব কাচের ঘরে থাকা অসাধু ব্যক্তিদের প্ররোচনা।

বংশগোপাল চৌধুরী নাম না করে বলেন, এক অসাধু ব্যবসায়ী অতীতের তাদের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও বর্তমানে তার কোনও দলীয় অস্তিত্ব নেই। তিনি বিভিন্ন দলের নেতাদের দ্বারস্থ হয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অপপ্রচার করতে ব্যস্ত হয়েছে।

বংশ বাবু বলেন, বাম আমলে কয়লা সিন্ডিকেট নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তিনি এবং বাসুদেব আচারিয়া সহ বেশ কিছু প্রবীণ পোড় খাওয়া নেতারাও এই ব্যাপারে সরব হন। দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

কিন্তু দেখা যায় আসানসোল শিল্পাঞ্চলে এক সভায় কিছু মুষ্টিমেয় দলীয় সমর্থক ও নেতাদের সহযোগিতায় এক কয়লা মাফিয়া মঞ্চে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধবাবুর হাতে সামাজিক স্বার্থে চেক প্রদান করেন। এই চেক বিলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তৎকালীন স্থানীয় কয়লা সিন্ডিকেট ভুক্তভোগী নেতাদের দ্বারা।

বর্তমানেও সেই ধারা অব্যাহত।

বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইসিএলের বিভিন্ন কোলিয়ারিতে উত্তোলন করা কয়লার পাচারকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সেই অসাধু দলে থাকা শ্রমিক সংগঠনের সেই মুষ্টিমেয় নেতারা। তিনি বলেন, দলের অভ্যন্তরে এইসব নবাগত সামান্য কিছু নেতা, যার মধ্যে এক নেতা কলকাতার সর্বস্তরে পরিচিত তিনি নিত্যদিন শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন মহিলা ঘটিত ঘটনা ঘটান। তার এই অপকর্মের বিরোধিতা করার জন্যই তিনি এরকম মিথ্যে অভিযোগের শিকার হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য নেতা ভি শিবদশন দাশু বলেন, বহিষ্কারপ্রসঙ্গ তাদের দলীয় ব্যাপার। এই ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না।

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার (এইচএলসি) বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা-৭০০১০৩, ই-মেল - sbi.64202@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৭.০২.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা - শ্রী প্রশান্ত নস্কর, পিতা অজিত নস্কর** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২২,৯৯,৬২৫.০০ টাকা (বাইশ লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো পঁচিশ টাকা) ১৭.০২.২০২৫ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২২,৯৯,৬২৫.০০ টাকা (বাইশ লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো পঁচিশ টাকা) ১৭.০২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ** এবং মূল্য ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : অজিত নস্কর।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল শালি বর্তমানে বাস্তু ৬৬ ডেসিমেল থেকে অবস্থিত মৌজা : গোবিন্দপুর,জেএল নং ১১৪, তৌজি নং ১৪৬৬, আরএস খতিয়ান নং ৭, এল আর খতিয়ান নং ১৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৩১৮, ধোসা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : জয়নগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩৭, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : মালিকের জমি; **দক্ষিণে :** বাদল নস্করের শালি জমি; **পূর্বে :** মালিকের জমি; **পশ্চিমে :** ব্যক্তিগত চলার পথ এবং মালিকের জমি।

তারিখ - ২৫.০৪.২০২৫
স্থান - হোম লোন সেন্টার, বারুইপুর

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স ইওটিটি সাফারি প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U63090WB2022PTC252463) ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লেক টেম্পল রোড ১ম তল, টালিগঞ্জ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৯ সম্পর্কিত **...দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ জয়পুর অধিক্ষেত্র অধীন "রাজস্থান রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে রাজস্থান রাজ্যে স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
ইওটিটি সাফারি প্রাইভেট লিমিটেড
বাট্টি লাল
(ডিরেক্টর)
ডিন : ০৯৫৪৬১০৬

তারিখ : ২৯.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার,
পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গ্লোসাইন বোর্ড/সিগনেট-প্রদর্শিত পুরানো প্রেমিসেস **লালবাগ ই-ইউএনআই (ঠিকানা :নেতাজি রোড, পো. এবং থানা - মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৪৯)** তা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক উক্ত স্থান থেকে কোনও কাজ পরিচালনা করে না এবং কোনও ব্যবসায়িক লেনদেনও করে না এবং উক্ত স্থানে প্রদর্শিত সংশ্লিষ্ট সাইন/বোর্ড এর সঙ্গে ব্যাঙ্কের কোনও সম্পর্ক নেই।
এই বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট সংশয় বা ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য ইস্যু করা হল।

তারিখ : ২৯/০৪/২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার**

ম্যাপল সার্কিটস লিমিটেড
CIN L31901WB1985PLC039419
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
মেল : maplecircuitsin@gmail.com

৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ম্যাপেল সার্কিটস লিমিটেড (কোম্পানি) এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার ২৩ মে ২০২৫ তারিখে বেলা ১ টায় আইএসটি ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে কোম্পানির ৩৯তম এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। সভানুষ্ঠানের স্থল কোম্পানির নথিভুক্ত অফিস।
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) সমুদয় প্রযোজ্য সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে ইস্যুকৃত বিধিনিয়মএবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস (লিস্টিং রেগুলেশনস তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক এবং মাস্টার সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/ পিওডি২/সিআইআর/পি/২০২৩/১২০ তারিখ ১ জুলাই ২০২৩, সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/ সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ সেবি কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক ইস্যুকৃত অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার (পরবর্তীতে যৌথভাবে সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) অধীনে কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।
উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার এর নিয়ম অনুসারে ৩৯তম এজিএম এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০২৩-২৪ সালের আর্থিক বিবৃতি এবং ডিরেক্টর বোর্ডের রিপোর্ট, নিরীক্ষক প্রতিবেদন এবং আবশ্যক সংযুক্ত অন্যান্য নথি সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গণের) নিকট নথিভুক্ত রয়েছে তাদের ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।
বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৩৯তম এজিএম নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.maplecircuitsltd.com এবং স্টকএক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে -ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ www.cse-indiaccom ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইট, www.evoting.nsdl.com এজিএম স্থলে কোম্পানি কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত।
সদস্যগণ আরও অবগত হোন যে :
ক) এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ এজিএম স্থলে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং মাধ্যমে সম্পাদন করতে পারবেন।
খ) সংশ্লিষ্ট কাট অফ ডেট শুক্রবার ১৬ মে ২০২৫ অনুযায়ী কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন অনুযায়ী শেয়ার অনুপাতে সদস্যগণের ভোটাধিকার গণ্য হবে। যেকোনও ব্যক্তির নাম কাট অফ ডেট অনুযায়ী সদস্যগণের রেজিস্টার/সুবিধাভোগী মালিক হিসেবে নথিভুক্ত থাকবে তারাই কেবল এজিএম স্থলে রিমোট ই-ভোটিং /ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন এবং যারা কাট অফ ডেট অনুযায়ী সদস্য হননি তারা এজিএম নোটিশ সূচনা হিসেবে ব্যবহার করবেন।
গ) কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বুক এজিএম উদ্দেশ্যে এবং আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ জন্য, এজিএম স্থলে ঘোষণা সাপেক্ষে চূড়ান্ত ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য শুক্রবার ১৬ মে ২০২৫ থেকে শুক্রবার ২৩ মে ২০২৫ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।
ঘ) এজিএম নোটিশ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং এবং এজিএম তে অংশগ্রহণের নির্দেশাবলির প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্বলিত।
ঙ) রিমোট ই-ভোটিং সময় শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার ২০ মে ২০২৫ (সকাল ৯ টায়) এবং শেষ হচ্ছে বৃহস্পতিবার ২২ মে ২০২৫ (বিকেল ৫ টায়)। উক্ত তারিখ উক্ত সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
চ) বৈদ্যুতিন ভোটিং ইভেন নং (ইভিইএন) : ১৩৩৬২০।
যেকোনও ব্যক্তি শেয়ার অধিকার করেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন নোটিশ প্রেরণ এবং শুক্রবার ১৬ মে ২০২৫ তারিখ কাট অফ ডেট অনুযায়ী শেয়ার অধিকার করেছেন - লগ ইন আইডি এবং পাশওয়ার্ড পেতে ডিমাট অ্যাকাউন্ট নং/ফোলিও নং, প্যান, নাম এবং নথিভুক্ত ঠিকানা উল্লেখ করে ইমেল evoting@nsdl.com মাধ্যমে অনুরোধ পাঠাতে পারেন। যাহোক যেসকল সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল নথিভুক্ত তারা বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাশওয়ার্ড ব্যবহার করে এজিএমতে রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং মারফত তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।
যে সকল সদস্য ভৌত আকারে শেয়ার অধিকার করেন, ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে বা যারা কোম্পানির নিকট তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি এজিএম নোটিশে সেই সকল সদস্যগণের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগের পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। যা কোম্পানির ওয়েবসাই www.maplecircuitsltd.com তেও পাওয়া যাবে।
শ্রী করণ ভিআইজে, সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত (পেশা সার্টিফিকেট নং ২৭০৭৬), সদস্য নং : এসিএস ৬৫২৭১), অংশীদার , **মেসার্স কে ভিআইজে অ্যান্ড কোং**-কে ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া অবাধ এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
ফলাফল সভা শেষ হওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘোষণা করা হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.maplecircuitsltd.com) এনএসডিএল ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com) এবং সিএসই লি তে সংযুক্ত করার মাধ্যমে। ফলাফল কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এবং কর্পোরেট অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে। এজিএম দিবসে অর্থাৎ ২৩ মে ২০২৫ তারিখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট পাওয়া সাপেক্ষে প্রস্তাবগুলি অনুমোদিত বলে গণ্য হবে।
যেসকল সদস্য তাদের ইমেল আইডি /বা ব্যাঙ্ক বিস্তারিত নথিভুক্ত করেননি তাদের নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া মাধ্যমে নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে :
শেয়ারহোল্ডাগণকে ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য ফর্ম পূরণ করতে হবে তাদের সাম্প্রতিক ইমেল ঠিকানা/ মোবাইল নং/ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত এবং অন্যান্য বিস্তারিত, যদি এখনও সংশোধিত না করা হয়ে থাকে, এবং তা সামগ্রিকভাবে যথাযথভাবে সম্পাদিত মতে কোম্পানির আরটিএ এর নিকট অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা লি (সি-১০১, ২য় তল, ২৪৭ পার্ক, এলবিএস মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম) মুম্বই - ৪০০০৮৩, ভারত ফোন নং : -৯১ ৩৩৬৯০৬৬২০০ (এক্সটে. : ৪৬২৯) নিকট পাঠাতে হবে। উক্ত ফর্ম কোম্পানির ওয়েবসাইট www.maplecircuitsltd.com থেকে Investors > Investor Service Request > Updation অধীনে প্যান, কেওয়াইসি, নমিনেশন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত ইত্যাদি অধীনে সংগ্রহ করা যাবে।
ডিমাট-ধারী সহ শোয়ারহোল্ডাগণ
ক) অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি) এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং নথিভুক্ত করুন আপনার ইমেল ঠিকানা/মোবাইল নং/প্যান/ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিবরণ আপনার ডিমাট অ্যাকাউন্টে আপনার ডিপি'র পরামর্শমতো প্রক্রিয়াধীনে সংযুক্ত করুন, যদি এখনও তা না করে থাকেন।
খ) কোনও কারণে ইমেল ঠিকানা /মোবাইল নং সাম্প্রতিকভাবে সংযুক্ত করেছেন কিন্তু বর্তমানে আপনি 'ইমেল আরটিএ ডাউনলোড ফ্ল্যাগ 'না' হিসেবে ডিমাট অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করেছেন, আপনার ডিপির সঙ্গে যোগাযোগ করে ইমেল ডাউনলোড ফ্ল্যাগ 'হ্যাঁ' হিসেবে জানান যাতে আপনি কোম্পানি প্রেরিত ইমেল মাধ্যমে যাবতীয় বিভিন্ন তথ্যাদি পেতে পারেন। বা আপনি আপনার ডিপি কে আপনার ডিমাট অ্যাকাউন্ট হালনবিশ করতে অনুরোধ করতে পারেন যাতে আপনি বার্ষিক প্রতিবেদন/নোটিশ/বিভিন্ন তথ্যাদি কোম্পানির বৈদ্যুতিন মাধ্যম থেকে পেতে পারেন।
কোনও কারণে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে শেয়ারহোল্ডাদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়েল যা www.evoting.nsdl.com ডাউনলোড সেকশণ থেকে উপলব্ধ বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা evoting@nsdl.com অনুরোধ পাঠাতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা সম্পর্কিত কোনও অভিযোগ থাকলে অনুগ্রহ করে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ৩০১, ৪র্থ তল, নমন চেম্বারস, জি ব্লক, প্লট নং সি-৩২, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, ব্রান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই - ৪০০০৫১, নির্ধারিত ইমেল আইডি : evoting@nsdl.com।

ম্যাপেল সার্কিটস লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সাবির আহমেদ
ডিন : ০৯৫৭৩৩১৩

স্থান : কলকাতা

বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
রিকন ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড ইন লিকুইডেশন
CIN : U45201WB1988PTC045417
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ২২৭, কমলালয় সেন্টার, ১৫৬এ লেনিন সরণী,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৩।
কোম্পানিটি ১৭/১২/২০২৪ তারিখের মাননীয় এনসিএলটি আদেশ অনুসারে আই.এ.(আইবিসি) (এলএইকিউ.)/ ৩০ (কেবি) ২০২৪ এবং সি.পি. (আইবি)/২০১(কেবি) ২০২১ অনুসারে লিকুইডেশন অধীনে রয়েছে।

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** এবং **"রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে"** বিক্রয় করা হবে মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত **লিকুইডেটর শ্রী সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা কর্তৃক প্রবিধান ৩২(এ) অনুসারে এবং আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন, ২০১৬ এর প্রবিধান ৩২এ এর সাথে পঠিত ১৭.১২.২০২৪ তারিখের আদেশ নং আই.এ.(আইবিসি) (এলএইকিউ.)/ ৩০ (কেবি) ২০২৪ এবং সি.পি. (আইবি)/২০১ (কেবি) ২০২১** অনুসারে। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://baankost.com** এর মাধ্যমে এই নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ :	২৯ এপ্রিল ২০২৫
২.	সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ বৈদ্যুতিন নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা সহ সম্পর্কিত নথি দাখিল করবেন :	২৯ এপ্রিল ২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে ১৭ মে ২০২৫ বিকেল ৫ টার মধ্যে।
৩.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ:	৩০ এপ্রিল ২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে ১৮ মে ২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত আগাম অনুমোদন সাপেক্ষে
৪.	সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল করবেন :	০১ মে ২০২৫ সকাল ১১ থেকে ১৯ মে ২০২৫ বিকেল ৫ টার মধ্যে।
৫.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	ওয়েব পোর্টালে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ **https://baankost.com**অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২২ মে ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১ থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
৬.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল :	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা ৭০০০১৩। **cirp.reacon@gmail.com**

কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি চালু সংস্থা হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পদ সহ :

পরিমাণ (টাকা) কোটি

লট নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
১.	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি চালু সংস্থা হিসে (এসসিসি কর্তৃক পরামর্শক্রমে), 'যেখানে যেমন আছে', ' যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে', এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' ২০১৬ সালের আইবিবি লিকুইডেশন রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২এ অধীন সহ রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে সম্পাদিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সিডি ইপিসি ঠিকাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী সম্পদ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত - ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজ অধীন জমি পরিমাণ আনুমানিক ৫ একর জমি (কমবেশি) প্লট নং ৩ (অংশ), খতিয়ান নং ২৭, জেএল নং ৪৮, মৌজা : হেতাডোবা, থানা : ফরিদপুর, পো অফিস : দুর্গাপুর ৪, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস -দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.৮৩ হেক্টর জমি (কমবেশি) অবস্থিত সার্ভে নং ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮ এবং ৩৯, গ্রাম র দুন্দাস পয়েন্ট, ফেরারগঞ্জ তহসিল, জেলা : দক্ষিণ আন্দামান অধীন। ৩. প্ল্যান্ট মেশিনারি -দিল্লিতে অবস্থিত : ইএসআইসি হসপিটাল, মা আনন্দময়ী মার্গ, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১, নিউ দিল্লি : ১১০০২০। কলকাতা অফিশ : ১২৪ বি , লেনিন সরণি, কলকাতা : ৭০০০১৩। ৪. সিকিউরিটিজ এবং ফিনান্সিয়াল সম্পদ : টেন্ডার নথিতে বিস্তারিত মতে উল্লিখিত।	২৪.৩৭ কোটি	২.৪৩ কোটি	০.২৫

শর্তাবলী :
১. উপরে উল্লেখিত তফসিলে উল্লেখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোচ্চ তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. নিলামে তোলা সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা কারও কাছে কোনও চার্জ, লিয়েন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও পাওনার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী দরদাতাকে সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে আইনগত দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বকেয়া ইত্যাদি।
৩. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে সমস্ত সম্পদের বিবরণ এবং আইনি প্রভাব, যদি থাকে, তা নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখা উচিত।
৪. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং / অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৫. ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। যোগ্য দরদাতারা **https://baanknet.com** পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৬. ই-নিলাম কঠোরভাবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** এবং **"রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে"** পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী **https://baanknet.com** এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৭. **cirp.reacon@gmail.com** তে লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ৩০/০৪/২০২৫ থেকে ১৮/০৫/২০২৫ পর্যন্ত সম্পদ/সাইট পরিদর্শনের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে তারা প্রযোজ্য পরিমাণে কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার শিকার নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে জমা করা জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. উপরে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে জিএসটি, অন্যান্য কর, স্ট্যাম্প এবং বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য অন্য কোনও চার্জ বাদ দেওয়া হয়েছে।
১০. সম্ভাব্য দরদাতাদের ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।
১১. সম্ভাব্য দরদাতাদের শুধুমাত্র ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
১২. যদি সর্বোচ্চ দরদাতা উপরে উল্লেখিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৩. কোনও স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্রে, **www.ibbi.gov.in**-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং নির্দেশিকা নথিগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও, আপনি ফোন নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০ অথবা ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
১৪. সময়সীমার যেকোনো পরিবর্তন ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
১৫. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, লিকুইডেটরের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করুন **শ্রী ঋষি মুরারকা ইমেল cirp.reacon@gmail.com** মোবাইল নম্বর ৯৮৩০৬১৩৪৯৪ তে।

সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
লিকুইডেটর
মেসার্স রিকন ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
(লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে)
রেজিনং: IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
এএফএ ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত বৈধ
ই-মেইল আইডি cirp.reacon@gmail.com
ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা-৭০০০১৩

তারিখ: ২৯.০৪.২০২৫
স্থান: কলকাতা

দুয়ারে প্রশাসন শিবিরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা ঘুরে দেখলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তীব্র দাবদহের মধ্যে শিশুদের কখনো কোলে নিয়ে, আবার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আলিঙ্গন করে রাজ্য সরকারের সার্বিক সুবিধা পাওয়ার খোঁজখবর নিলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। সোমবার দুপুরে দুয়ারে প্রশাসন শিবিরের মাধ্যমে আদিবাসী অধ্যুষিত পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়ান জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মালদা সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এদিন কখনো গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেঝেতে বসে, আবার কখনো ঘুরে ঘুরে সরকারি সুবিধা পাওয়ার বিষয়গুলি খোঁজ খবর নেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। দুয়ারে প্রশাসনের মাধ্যমে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতার সম্পর্কে গ্রামবাসীরা সুবিধা পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়টি তদারকি করে দেখেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। পাশাপাশি বাংলা আবাস প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট এলাকার কতগুলো মানুষ পাকা ঘর পেয়েছেন সেটিও খোঁজখবর নেন জেলাশাসক।

এদিন উপস্থিত প্রশাসনের কর্তাদের সামনে প্রায় ২০০ জন মহিলা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে তাদের মতামত জানান। তাঁদের বেশিরভাগই লক্ষ্মী ভাণ্ডার, বার্ধক্য পেনশন, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প, এসসি এবং এসটি সার্টিফিকেট, পিএইচই, এআরডি প্রকল্প ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে প্রায় ৩৬ টি প্রকল্পের ঘরে ঘরে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। সে ব্যাপারে এদিন মূলত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে প্রান্তিক স্তরের গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। মতামত বিনিময় করা হয়েছে। সকলেই বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। আগামীতেও জেলা বিভিন্ন ব্লক গুলিতে সরকারি নানান প্রকল্পের বিষয়গুলি নিয়ে একইরকম ভাবে তদারকি করা হবে।

আচমকা জেব্রা ক্রসিং বন্ধ হওয়ায় সমস্যায় আমজনতা, অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জাতীয় সড়কের মাঝ বরাবর জেব্রা ক্রসিং ব্যবস্থা আচমকায় বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এনএইচএআই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। যার ফলে অনেকটাই ঘুরপথে দুই প্রান্তের সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, স্কুল পড়ুয়াদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। অবিলম্বে সেই জাতীয় সড়কের মাঝখান দিয়ে ক্রসিং ব্যবস্থা চালু করার দাবিতে অবরোধ বিক্ষোভ করল সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ। সোমবার সকাল ১১ টা নাগাদ পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের চেঁচু মোড় এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে রাস্তার মাঝে ক্রসিংয়ের দাবি তুলেই অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয়রা। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার এক স্কুলের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক, শিক্ষিকারাও এই অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হন। প্রায়ই ২ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধের বিভিন্ন যানবাহন চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে ঘটনার খবর পেয়ে অবরোধস্থলে গিয়ে পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাইওয়ে পেট্রোলিংয়ের কর্মকর্তারা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। সাময়িক সময়ের জন্য জাতীয় সড়কের মাঝখান দিয়ে অস্থায়ী গার্ডওয়াল সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন বিক্ষোভের স্থানীয় রাম মার্ডি হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকারা বলেন, চেঁচু মোড়ে একটি ক্রসিং রয়েছে। সেই ক্রসিংটি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে সমস্যায় পড়েছে সকলে। এই চেঁচু মোড়ের ওপর হয়ে প্রতিনিয়ত কয়েক হাজার মানুষ রাস্তা পারাপার হয়ে যাতায়াত করেন। এই হাই স্কুলের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় তিনটি হিমঘর রয়েছে। এলাকাবাসী ক্রসিংয়ের দাবি নিয়ে গত সালের ডিসেম্বর মাসে মাননীয় জেলাশাসককে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেখানে ক্রসিংয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও জেলা প্রশাসনের সেই অনুমতি মানা হয়নি। তাই এদিন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাইওয়ে পেট্রোলিং ইনচার্জ অফিসার চণ্ডী রায় জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটলে আমাদের ওপর বিস্তর অভিযোগ উঠে আসে। সেক্ষেত্রে চাপও বাড়ে এজন্য যেসব জায়গায় বেশি ঘিঞ্জি পরিবেশ রয়েছে, সেইসব এলাকার জাতীয় সড়কে এরকম অস্থায়ীভাবে ব্যারিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আপাতত সকলের স্বার্থের কথা ভেবে এগুলি তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে মেদিনীপুরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: চাকরি চোর ও হিন্দু হত্যাকারী হিসেবে উল্লেখ করে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগের দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জেলা শাসকের দপ্তরে অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়। শহরের বটতলা চক থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে। পরে জেলাশাসককে ডেপুটেশন জমা দেন মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ, জেলা সভাপতি সমিত মণ্ডল ও অন্যান্যরা। বিক্ষোভ সমাবেশে মুর্শিদাবাদ ও পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ, মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু। দিলীপ ঘোষ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদের মাথা থেঁতলে দিয়েছে। কিন্তু লেজ একটু একটু নড়ছে। এটাও বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ওখানে জোর করে নির্বাচন করিয়েছে। আর ওখানে ২৬ জন মারা গিয়েছে। এরজন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী, সুপ্রিম কোর্ট দায়ী, তাই আজ নিরীহ মানুষগুলো মারা গেল। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

চায়ে পে চর্চায় যোগ দিলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার বর্ধমানে চায়ে পে চর্চায় যোগ দেন দিলীপ ঘোষ। বিয়ের পর প্রথম বার বর্ধমানে আসেন। এদিন তাকে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখা যায়। তৃণমূলের নেতাদের নিয়ে আগের মত বেফাঁস কথা তার মুখ থেকে শোনা না গেলেও সাংবাদিকদের ও দলের কর্মীদের প্রশ্নের সোজাসাপটা উত্তর দিতে দেখা যায় তাকে এদিন। ২০২৬ এর বিধানসভা ভোটে তিনি আবার দলের প্রতিকে দাঁড়াবেন কিনা সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তার উত্তরে বললেন দিলীপ ঘোষ বলেন, বিধানসভা নির্বাচন অনেক দেরি। এখন থেকে গোঁফে তেল দিয়ে কোনও লাভ নেই।

কলকাতায় অর্জুন সিং পুলিশকে মারার কথা বলেছেন, সেই বিষয়ে তিনি বলেন, বহু লোকের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, তারা এই সরকারের কাছ থেকে ন্যায় আশা করছে না, অর্জুন সিংকে তো টার্গেট করা হয়েছে। তাকে কেস দেওয়া হয়েছে, তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না।

শিক্ষিকাকে ইভটিজিং, অভিযুক্তকে গণপিটুনি, ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: স্কুল যাওয়ার পথে শিক্ষিকাকে ইভটিজিং করার প্রতিবাদে উত্তাল হাওড়ার আমতার পূর্ব গাজীপুর এলাকা। জানা গিয়েছে, পূর্ব গাজীপুরের একটি হাইস্কুলের শিক্ষিকাকে স্কুল যাওয়ার পথে প্রতিদিনই বিরক্ত করত পাশের গ্রাম খসনানের এক যুবক। সোমবার স্কুল যাওয়ার পথে এই শিক্ষিকাকে একলা পেয়ে বিরক্ত করে যুবকটি। ওই শিক্ষিকার গায়ে জল দেয় এবং তাকে কুপ্রস্তাব দেয়। প্রায় এক কিলোমিটার এইভাবে চলতে থাকায় ঘটনাটি দেখতে পায় ওই গ্রামেরই এক যুবক যিনি পেশাতেও শিক্ষক। এরপর তিনি প্রতিবাদ করেন এবং প্রতিবাদ করার পরেই ওই যুবক এলোপাথাড়ি মাত্র শুরু করে শিক্ষিকা এবং ওই শিক্ষক তথা এলাকার যুবককে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে স্থানীয় লোকজন ছুটি আছে এবং ওই যুবককে ধরে বেধড়ক মারধর করে এবং গণপিটুনি থেকে বাঁচিয়ে তাকে স্কুলের একটি ঘরে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে দেয় এলাকার একদল যুবক। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। কিন্তু এই ঘটনার প্রতিবাদে দুই গ্রামের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা শুরু হয় পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ঘটনাস্থলে নামানো হয় র‍্যাফ এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে ছুটে আছেন হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। ঘটনায় মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

উপভোক্তা সচেতনতা সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অধীন উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকারের পশ্চিম মেদিনীপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল সোমবার খড়্গপুর মহকুমার দুটি কলেজ, যথাক্রমে কেশিয়াড়ি গভর্মেন্ট ডিগ্রি কলেজ এবং খড়্গপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উপভোক্তা সচেতনতামূলক সেমিনার। কেনাকাটা করতে গেলে প্রতারিত হওয়া আটকাতে কী কী সচেতনতা গ্রহণ করা আবশ্যক, প্রতারণার ঘটনা ঘটলে প্রতিকার পেতে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন দপ্তরের উপ সহ অধিকর্তা চন্দ্রজিৎ সুর। ব্যাংকিং পরিষেবার ক্ষেত্রে সাইবার অপরাধের কবল থেকে বাঁচতে কোনও কোনও জায়গায় সতর্ক থাকতে হবে, এই নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন, একটি বিশেষ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার প্রভাত দাস। উপরি পাওনা হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা ছিল। সেমিনার শেষে ফিডব্যাক ফর্ম পূরণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের থেকে প্রতিক্রিয়া নেন উপভোক্তা কল্যাণ আধিকারিক তুহিন মাজি।

বারাসাত পুলিশ জেলায় এবার থেকে ব্যবহার করা হবে আধুনিক ড্রোন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত পরিস্থিতির মোকাবিলায় বারাসাত জেলা পুলিশের মুকুটে নতুন পালক। হাতে এল অত্যাধুনিক ড্রোন। যার মাধ্যমে সহজেই ফাটানো যাবে টিয়ার সেল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বারাসাত পুলিশ জেলায় এবার থেকে ব্যবহার করা হবে এই আধুনিক ড্রোন। যেকোনো বড় ভিড় বা জমায়েত সরাতে এই ড্রোন ব্যবহার করে সহজেই শর্ট রেঞ্জ টিয়ারসেল অথবা লং রেঞ্জ টিয়ার সেল ফাটানো যাবে। এছাড়াও এই ড্রোনের মাধ্যমে বড় ভিড় বা জমায়েতের মধ্যে কত মানুষ আছে এবং কারো কাছে অস্ত্র আছে কিনা তা চিহ্নিত করবে এই ড্রোন। বারাসাত পুলিশ জেলা সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। সোমবার বিকেল চারটের সময় বারাসাতে বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গণে তারই প্রশিক্ষণ দেওয়া হল বারাসাত জেলা পুলিশের আধিকারিকদের। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত জেলা পুলিশের সুপার পতিক্ষা ঝারখরিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নীলাঙ্গী, বারাসাতের এসডিপিও বিদ্যাগড় আজিংকা আনন্ত, এছাড়া উপস্থিত ছিল বারাসাত, মধ্যমগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকসহ বারাসাত জেলা পুলিশের একাধিক পুলিশ আধিকারিকেরা।

পেহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডে মৃতদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২৬টি প্রদীপ জ্বালিয়ে পেহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডে নিহত ২৬ পর্যটক ও শহিদ সেনা জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানাল একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহরের রাসতলায় ওই কর্মসূচির মাধ্যমে পহেলগাঁও-র পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের ঘটনায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানানো হয়। ওই সংগঠনের পক্ষে প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর দ্রুত কাশ্মীর এগিয়ে যাচ্ছিল, পর্যটকদের আনাগোনাও বেড়েছিল। কিছু আতঙ্কবাদীরা তা চায় না, তাই এই ধরনের নাশকতা চালিয়েছে ওরা। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিও তারা জানাচ্ছেন বলে তিনি জানান।

ব্যাংক অফ বরোদা — Bank of Baroda

ঘটকপুকুর শাখা
গ্রাম - বি গোবিন্দপুর, থানা - ভাঙ্গর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০২
ইমেল : ghatak@bankofbaroda.com

উদ্ধার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স ইউনিক প্রোডাকশন, (স্বত্বা : আবদুল মুন্সি হালিম)** ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণসুবিধা অনুযায়ী মূল পরিমাণ এবং সুদ বাকি রেখেছে এবং ঋণ নন -পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে (এনপিএ)। আরও অবগত করা হচ্ছে, ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে সমগ্র প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের প্রতীকী দখল কৃত হয়েছে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বন্ধকদত্ত সম্পদ সমুদয়/অংশ বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (আইন) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে নোটিশ ইস্যু করেছে সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়। বকেয়া পরিমাণ ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে **০৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী ৩৩,৪৩,৪৬১.৬৭ (তেত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশো একষট্টি টাকা সাতষট্টি পয়সা) টাকা এবং অধার্য সুদ , চার্জ এবং পরবর্তী সুদ চুক্তিমোতাবেক হারে, শুল্ক, চার্জ এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং চার্জ ২৯.০৮.২০২২** থেকে কার্যকর হিসেবে আদায় করা হবে। যাহোক, নোটিশগুলি অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে ফলে ব্যাঙ্ক 'যেখানে যেমন আছে', 'যা এবং যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি আইন সংস্থান অধীনে ত্রিশ (৩০) দিনের অতিক্রান্তে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

ক্রম নং	পত্রের ঠিকানা (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ)	২০০২ সালের সারফেসি আইনের ৮(৬) ধারাধীনে নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**মেসার্স ইউনিক প্রোডাকশন (স্বত্বা : আবদুল মুন্সি হালিম),** গ্রাম ডি/মাধবপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত -চন্দনেশ্বর ২, পো : ইউ মাধবপুর, থানা : ভাঙ্গর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৫০২	২২.০৪.২০২৫ ১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ ০৭.১২.২০২৪ এবং সংবাদপত্রে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছিল ০৮.০১.২০২৫ ১৩(৪) অধীনে নোটিশের তারিখ ০২.০৪.২০২৫	**সীমা সহ জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ:** ইএমডিটিডি-সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০৩ শতক সমপরিমাণ ০১ কাঠা ১৩ ছটাক ০২ বর্গফুট - মোট জমির পরিমাণ আনুমানিক ৭৫ শতক থেকে অবস্থিত মৌজা : মাধবপুর, জেএল নং ৭৫, তৌজি নং ৫৮৬, আরএস দাগ নং ২২৫৭, আরএস খতিয়ান নং ৩৮২/৩৩০ , এলআর খতিয়ান নং ৮৫৭, চন্দনেশ্বর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ভাঙ্গর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রীমতি ফরিদা মুন্সি এর নামে এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি : **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক , **পশ্চিমে :** প্রয়াত মুন্সি অশোক আলির সম্পত্তি, **উত্তরে :** প্রয়াত মুন্সি আবদুল ইয়াকুল এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ডা. সেলিম মুন্সির সম্পত্তি।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২৯.০৪.২০২৫
স্থান : ঘটকপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর /অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৭.০৫.২০২৫ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	সাতগাছিয়া শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : **সাহিন নিটিং টেক্সটাইলস,** **ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স সাহিন নিটিং টেক্সটাইলস, স্বত্বা: শেক শোভন,** সাকিন : সুলতানপুর, মেমারি পুরসভা অধীন, পো এবং থানা : মেমারি, পিন : ৭১৩১৪৬।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : খানরো, জেএল নং ১৫১, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, প্লট নং ১২৯, ১৩০, ১৩১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৪, পিন : ৭১৩১৪৬। **সম্পত্তি শেখ শোভনের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** কল্পনা সাধুখাঁর ভবন; **উত্তরে :** ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং শ্রী অনিল শাউ এর ভবন; **দক্ষিণে :** চকদিঘি রোড।	ক. ১৯৪.৬২ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৬.১২.২০২৪ গ. ১২.০২.২০২৫	১. ১,৯৫,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ১৯,৫৬,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	পুরুলিয়া শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : **অরুনাভ মিত্র,** **ঋণগ্রহীতার নাম : অরুনাভ মিত্র** পিতা প্রয়াত মিহির কুমার মিত্র, সাকিন : মুন্সেফ ডাঙ্গা, পুরুলিয়া।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং ৪ সি) অবস্থিত ৫মতলে, ক্রিংনিবাস,পাঁচতলা(জি-৪) তলা, আর সিসি কাঠামোর বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৬১ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত কাশীনাথ চক্রবর্তী লেন, মৌজা : পুরুলিয়া, জেএল নং ২৯২/২, আরএস খতিয়ান নং ৩১৯২, আরএস প্লট নং ৮৩৮৩, হোল্ডিং নং ২৬৪/১/এ, ওয়ার্ড নং ০২, পুরুলিয়া পুরসভা টাউন অধীন, থানা : পুরুলিয়া, জেলা : পুরুলিয়া। **সম্পত্তি শ্রী অরুনাভ মিত্রর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : শ্রী জৈন এর সম্পত্তি ; পশ্চিমে : কাশীনাথ চক্রবর্তী লেন ; উত্তরে : নির্মল চক্রবর্তীর ভবন ; দক্ষিণে : মনোহরলাল আগরওয়াল এর ভবন।	ক. ৬.৬৫ লাখ টাকা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ৩০.০৪.২০২৪ গ. ০৮.০৭.২০২৪	১. ১৪,২৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪২,৪০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	আপকার গার্ডেন শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : **রাজা কুমার পাশোয়ান,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী রাজা কুমার পাশোয়ান এবং শ্রীমতি গৌরী দেবী পাশোয়ান,** সাকিন : রাধানগর রোড বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৫৬, আসানসোল পুরসভা অধীন, থানা : আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি একতলা ভবন নির্মিত এরিয়া ১.৮ কাঠা (৩ ডেসিমেল)। সম্পত্তি অবস্থিত রাধানগর রোড বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৫৬, নিউ শিব মন্দির, আসানসোল পুর সভা অধীন, মৌজা : নরসামুড়া, জেএল নং ৯, এলআর প্লট নং ১৩১২, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৬৮৭ , বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২৯১১, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি শ্রীমতি গৌরী দেবী পাশোয়ানের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে :** অর্জুন পাশোয়ানের ভবন; **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, **উত্তরে :** রামু পাশোয়ানের ভবন, **দক্ষিণে :** সুনীল পাশোয়ানের ভবন।	ক. ২১.৮৬ লাখ টাকা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১৬.০৮.২০২৪ গ. ০৭.১২.২০২৪	১. ২০,৪০,০০০.০০ টাকা ২. ২,০৪,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	কুলগোরিয়া শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী সামনুর কাজি,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সামনুর কাজি,** পিতা ইদ্রিশ কাজি, গলসি, বর্ধমান।	হার্ভেস্টর মেশিন, **মডেল নং** দাসমেস ৭২৬, এইচপি ৭৬, **ইঞ্জিন নং :** জেএডব্লুএম৪৩৪২৬৬, **চেসিস নং :** ডিএমডব্লু -৭২৬-জে-১৮-৪৯।	ক. ১০৩৪ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ	১. ৩,১১,৫০০.০০ টাকা ২. ৩১,১৫০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :
(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল ''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৭.০৫.২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৬.০৫.২০২৫ (বিকেল ৪টে পর্যন্ত)** দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ ''যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'', ''যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে'' বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৭.০৫.২০২৫** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর/ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৬(২) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য পনের (১৫) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ২৮.০৪.২০২৫, স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩,ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শ্রী এন কে লাকরা, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২১০০৪/৯৬৭৪৭১৩৭৬০

[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ৩০.০৫.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ৩০.০৫.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৪৯,০৪,৯৫,৫৯৯.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ কোটি চার লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশ নিরানব্বই টাকা) টাকা ০৫.০৮.২০১৪** অনুযায়ী এবং ০৬.০৮.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ এবং জামিনদাতা শ্রী অখিলেশ সিং, পিতা প্রয়াত রামকান্ত সিং, ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ ২) শ্রী শশীভূষণ সিং, পিতা পিতা প্রয়াত রামকান্ত সিং, ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ ৩) শ্রীমতী চিত্রা সিং, স্বামী সঞ্জয় সিং, মুন্না কলোনি, তিলক নগর, হাউস নং ১১১, গান্ধি চক, পদরাউনা জেলা - কুশিনগর, উত্তরপ্রদেশ, পিন - ২৭৪৩০৪, ৪) শ্রী বিবেক কুমার সিং, পিতা প্রয়াত রামকান্ত সিং, ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ ৫) এস আর ওয়ার্থ লি. ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টে ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)

ক্রম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১	বাস্তু তথা বাণিজ্যিক জমি পরিমাণ ২৫ ডেসিমেল (১৫ কাঠা) অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণদেববাটী, জেএল নং ৬০, খতিয়ান নং ৪৩৪, প্লট নং ১৩১ (অংশ), থানা : কল্যাণী, বুদ্ধ পার্ক বাস স্টপ এর নিকট, জেলা : নদিয়া, দলিল নং : ১-১৭৩২ এবং ১-২২৬৫-২০০৭ সালের। সম্পত্তি বিবেক কুমার সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	২,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা	২৭,৫০,০০০.০০ টাকা
২	বাণিজ্যিক তথা বসবাসের জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৬২০ বর্গমিটার (৬৬৭১.২০ বর্গফুট) অবস্থিত মৌজা : সিদুয়াহা, গ্রাম : সোহরানুয়া, প্লট নং ১১৩১ মি। টপ্পা পাকাড়ি গঙ্গারানি,তহশিল : পদরাউনা, পরগনা : সিধুয়া জোবানা, জেলা : কুশীনগর, উত্তর প্রদেশ, সম্পত্তি চিত্রা সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	১,১০,০০,০০০.০০ টাকা	১১,০০,০০০.০০ টাকা
৩	জমির পরিমাণ ৫ কাঠা এবং তদস্থিত ৩ তলা ভবন, দাগ নং ৭৫০, খতিয়ান নং ২০২০, জেএল নং ৭৪, মৌজা : ফরিদপুর , থানা : দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান, জমি (দলিল নং ৪০১৩)। সম্পত্তি অখিলেশ সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	১,৭৯,০০,০০০.০০ টাকা	১৭,৯০,০০০.০০ টাকা
৪	ফ্ল্যাট নং ডি-১, পরিমাণ ৭৪৫.১৩ বর্গফুট , ফ্ল্যাট নং ডি-২, পরিমাণ ৭৮৪.৩৯ বর্গফুট এবং ফ্ল্যাট নং ডি-৩, পরিমাণ ৯৮৭.৬৩ বর্গফুট সকলই পঞ্চমতলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির জমির যথাযথ ভাগ অংশ ভবনের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত মৌজা ফরিদপুর, দুর্গাপুর পুরসভা অধীন, নীলকণ্ঠ অ্যাপার্টমেন্ট, শরৎ পল্লি, থানা দুর্গাপুর, বর্ধমান, রেজিস্ট্রিকৃত লিজ দলিল নং ১৫৮৯ তাং ১৯.০৮.২০১১,রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-৩, কলকাতা, বিবেক সিং কর্তৃক ৯৯ বছরের লিজ দান। সম্পত্তি মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা লি এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	৮২,০০,০০০.০০ টাকা	৮,২০,০০০.০০ টাকা
৫	অফিস প্রেমিসেস পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬৬ বর্গফুট , ডায়মন্ড চেম্বার, ফ্ল্যাট নং ৫-ও, ৬ষ্ঠতলে, ৪, চৌরঙ্গি লেন, কল - ১৬, এবং একটি কার পার্কিং স্পেস (দলিল নং ৭৬৩৬), সম্পত্তি মেসার্স এস আর ওয়ার্থ আয়াত নির্যাত প্রা লি এর নামে । **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	১,৮৮,০০,০০০.০০ টাকা	১৮,৮০,০০০.০০ টাকা
৬	বাস্তু জমি পরিমাণ ২ কাঠা ৯ ছটাক (১৮৪৫ বর্গফুট), তদস্থিত ভবন কাঠামো ৪ তলা ভবন নির্মীয়মাণ অনুমোদিত প্ল্যান বালি পুরসভার অনুযায়ী ,মৌজা বালি, জেএল নং ১৪, দাগ নং ৯৩৫৫, সিএস খতিয়ান নং ১০২৪, আরএস খতিয়ান নং ৮৪৮৫, থানা : বালি,জেলা : হাওড়া, হোল্ডিং নং ১৩২/১, বীরেশ্বর চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ২, বালি পুরসভা অধীন। দলিল নং ০১৪৭৬-২০০৯ সালের। সম্পত্তি শশী ভূষণ সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	৯৬,০০,০০০.০০ টাকা	৯,৬০,০০০.০০ টাকা
৭	অফিস প্রেমিসেস পরিমাণ ৪১৭ বর্গফুট , বেঙ্গল সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লি অফিস নং ৪০৬সি, ৪র্থতলে, ব্লক -এ, কামধেনু জোন, দুর্গাপুর সিটি সেন্টার , মৌজা : ফরিদপুর, সিএস প্লট নং ৩৬০১ (অংশ) খতিয়ান নং ১৩৬২, জেএল নং ৭৪, তৌজি নং ২০, থানা : দুর্গাপুর (দলিল নং ২৩৭), সম্পত্তি শশী ভূষণ সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	২৭,০০,০০০.০০ টাকা	২,৭০,০০০.০০ টাকা

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং baanknet.com এবং https://tenders.gov.in দেখুন

তারিখ ঃ ২৯.০৪.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ছোট ছেলে দেবাশিস দত্তের শিবিরে, সভাপতি পদে ইস্তফা টুটু বোসের

চাপে পড়ে যাওয়া সৃঞ্জয়ের হাত শক্ত করতেই পদত্যাগ টুটুর

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

মোহনবাগানে আসন্ন নির্বাচন।একদিকে যখন দেবাশিস দত্ত তাঁর পদে পুনরায় থাকতে চান, তখন প্রতিপক্ষ হিসেবেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান সৃঞ্জয় বোস। এই আবহেই ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে আচমকা ইস্তফা দিলেন স্বপন সাধন (টুটু) বোস! আচমকা এই পদত্যাগে ময়দান বিস্মিত! ক্লাব সচিব ও কার্যকরী সমিতির সদস্যদের পাঠানো চিঠিতে পদত্যাগের কথা জানান তিনি। অনেকেই মনে করছেন, সৃঞ্জয় বোসের মতোই প্রচার শুরু করে দিয়েছেন বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্তও। গত সপ্তাহেই হুগলির বালিতে সভা করার পর উত্তর কলকাতায় এসে চমক দেন দেবাশিস দত্ত। তাঁর কাজের ভূয়ষী প্রশংসা করেন টুটু বোসের ছোট ছেলে সৌমিক (টুবলাই) বোস। এরসঙ্গেই প্রবীণ সদস্য মিন্টু বাগ সৃঞ্জয় শিবির ছেড়ে যোগ দেন দেবাশিস দত্তের শিবিরে। এরপরই নাম জানাতে অনিচ্ছুক মোহন এক কর্তা জানান, সৃঞ্জয় বোস বুঝতেই পেরেছে, নিজের দমে দেবাশিসের সঙ্গে মোকাবিলা করা ও ভোটে জেতা কার্যত অসম্ভব। ওর তিন বছরে যা পারফরমেন্স ও জনপ্রিয়তা তাতে তা অসম্ভবই। তাই টুটু বোসকে পদত্যাগ করিয়ে নিজের প্রচারে কাজে লাগাতে চাইছেন। এখন টুটু বোসের ক্যারিশ্মায় ভোট টানতে চান তিনি। যদিও দেবাশিস দত্ত নিজের কমিটিতে এতদিন টুটু বসুকে সম্মান দিয়েই সভাপতি পদে রেখেছিলেন। কারণ, দু'পক্ষ হয়ে গেলেও দেবাশিস দত্তের সঙ্গে টুটু বোসের ঘনিষ্ঠতা অস্বীকার করার উপায় নেই কারোরই। এবারের টুটু বোসের জন্মদিনেও তাঁর কাছে ফুলের তোড়া নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন দেবাশিস দত্ত। যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবারের পয়লা বৈশাখের বারপুজোয় ক্লাবে দেখা যায়নি টুটু বোসকে। এমন কথা শোনাও যায়নি, টুটু বসুর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে। যে শিবিরেই যিনি থাক, টুটু বোস যে সভাপতি পদে কমন চয়েস তা সকলেই একবাক্যে বলেন। সে কারণেই এতদিন সৃঞ্জয় বোস ক্লাবে না এলেও সম্মান জানিয়েই টুটু বোসকে সভাপতি পদে রেখেছিলেন দেবাশিস দত্ত। যদিও আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে খোলা চিঠিতে মোহন সভাপতি, সচিব দেবাশিস দত্তের নাম উল্লেখ করেননি। উল্টে মনে করিয়ে দেন সৃঞ্জয় বোসের আমলেই এটিকে'র সঙ্গে মার্জের কথা। ২০১৮ সালে ভোটের আগে তিনি একবার পদত্যাগ করে বলেন,'হুইল চেয়ারে করে ক্লাবে আসব না তাই পদত্যাগ।' এরপর বন্ধু অঞ্জন মিত্রর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জিতে এসে সচিব হন তারপরই পদত্যাগ করে ক্লাব সভাপতি হয়ে যান সভাপতি গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে। এরপর দেবাশিস দত্তর নেতৃত্বে নতুন কমিটি টুটু বসুকে ক্লাব সভাপতি করে। মোহনবাগানের এক নাম জানাতে অনিচ্ছুক বাগান সদস্য জানায়, সৃঞ্জয় বোসকে সমর্থকরা মেনে নিলেও, তাঁর ডানহাত আর বাঁহাত অর্থাৎ সিদ্ধার্থ (পপ) রায় ও উদয়ের পথে সঞ্জয় ঘোষকে মেনে নেওয়া অসম্ভবই। টুটু বোস যে নির্বাচনী প্রচারে নামবেন কোনও পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই, তা স্পষ্ট করে দেন তাঁর ইস্তফা পত্রে। সেই চিঠিতে লিখেছেন, ''আমরা সবাই জানি যে, মোহনবাগান ক্লাবে নির্বাচন আসন্ন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বে নির্বাচনী বোর্ড ইতিমধ্যে গঠন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনের আগে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাই। আর সেই কারণেই আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার এই চিঠি লেখা। টুটু বাবুর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি বহু বছর ধরে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে। মোহনবাগান ক্লাব তাঁর কাছে মাতৃসম। মোহনবাগান চিরকাল তাঁর হৃদয়ের বাঁ দিকে ছিল, আছে, থাকবে।

এই ইস্তফাপত্রের কপি সরাসরি সংবাদমাধ্যমেও দেন টুটু বোস

ময়দানের বর্ষীয়ান কর্তা টুটু বোস লিখেছেন, 'আমি এত দিন একনিষ্ঠ সেবায়েতের মতো ক্লাবের নিত্যপুজো করেছি। নিজের সাধ্যমতো, মোহনবাগানের সেবা-যত্ন করার চেষ্টা করেছি। আর কতটা করতে পেরেছি, সবচেয়ে ভালো জানেন আমার প্রিয় সদস্য-সমর্থকরা। যাঁদের কাছে আমি টুটুদা কিংবা শুধুই টুটু। ক্লাবের নির্বাচন যেহেতু দোড়গোড়ায়, তাই সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমারও কিছু বলা দরকার। কারণ, কোন কমিটি আসবে, তাতে থাকবেন কারা, তা ঠিক করবেন সদস্যরা। কিন্তু সভাপতির চেয়ারে বসে থেকে সেই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আসলে সভাপতির চেয়ার থেকে কোনও এক পক্ষের প্রচার করা উচিত নয়। চেয়ার কিংবা পদের অপব্যবহার করে কখনও কিছু আমি করিনি, এবারও করব না।

বিস্ময় বালক বৈভবের ঝড়ে ধরাশায়ী গুজরাট টাইটান্স

বিধ্বংসী ইনিংসে সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে ম্যাচের সব আকর্ষণ একাই কেড়ে নিলেন ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী

বৈভব সূর্যবংশীর অনবদ্য ইনিংস দেখে উচ্ছ্বসিত রাজস্থানের কোচ রাহুল দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৈভব সূর্যবংশী। বিস্ময় বালক যেন! সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে রাজস্থানের হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে খেললেন ৩৮ বলে ১০১ রানের রেকর্ড ইনিংস। ভেঙে চুরমার যাবতীয় রেকর্ড। ১৪ বছরেই কামাল করে দেন বৈভব। ২০২৫ আইপিএলে ১৭ বলে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড করেন প্রথমে। এরপর প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৩৫ বলে দ্রুততম সেঞ্চুরি করেন তিনি। আইপিএলে দ্রুততম সেঞ্চুরিটি আছে ক্রিস গেইলের (৩০ বলে)। ১০১ রানের ইনিংসে সাজানো ছিল ৭ চার ও ১১ ছয়।

মণীশ পাণ্ডে ১৯ বছর ২৫৩ দিনের মাথায় আরসিবির হয়ে শতরান করেছিলেন ৭৩ বলে। ২০০৯ সালে সেঞ্চুরিয়নে ডেকান চার্জার্সের বিরুদ্ধে। সেটিই এতদিন অবধি ছিল আইপিএলে সবচেয়ে কম বয়সে করা কারও সেঞ্চুরি। বৈভবের দাপটেই গুজরাট টাইটান্সের ২০৯ রানের বিশাল ইনিংসও মনে হল সামান্য রান। ২৫ বল বাকি থাকতেই লিগ টেবিলের তলানিতে চলে যাওয়া দল রাজস্থান রয়্যালস ৮ উইকেটে জয় পেল। শুভমন-বাটলারদের লড়াইয়ের পরও শীর্ষে ওঠার স্বপ্নভঙ্গ হল গুজরাটের। বৈভবের বিধ্বংসী ইনিংসের পাশাপাশি যোগ্য সঙ্গ দেন এদিন যশস্বী জয়সওয়াল। ৪০ বলে ৭০ রানের ইনিংস খেলে তিনি অপরাজিত থাকেন। তাতে রয়েছে ৯ চার ও ২ ছক্কা। বৈভবকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা বোল্ড করলে নীতিশ রানা চার রানের বেশি করতে পারেননি। যশস্বীর সঙ্গে ম্যাচটা শেষ করেন অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। ১৫ বলে ৩২ রান করে তিনি অপরাজিত ছিলেন। এই জয়ে ১০ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ৮ নম্বরে এল রাজস্থান রয়্যালস।

সোমবার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠার লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমেছিলযগুজরাট টাইটান্স। শুভমন গিল আর জস বাটলারের ব্যাটে ভর করে ৪ উইকেটে ২০৯ তোলে তারা। জয়পুরে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালোই করে গুজরাট টাইটান্স। দুই ওপেনার শাই সুদর্শন আর শুভমন গিল ৬ ওভারের পাওয়ার প্লেতে তুলে দেন ৫৩ রান। অবশেষে তাদের ৯৩ রানের মারকুটে জুটি ভাঙে ১০ ওভার পার করে। ৩০ বলে ৩৯ করে ফেরেন সুদর্শন। দারুণ ব্যাটিং করে সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন গিল। কিন্তু গুজরাট অধিনায়কের আশা পূরণ হয়নি, থামতে হয়েছে ৮৪ রানে। ৫০ বলের ইনিংসে ৫টি চার আর ৪টি ছক্কা হাঁকান গিল। এরপর ওয়াশিংটন সুন্দর ফিরে যান ৮ বলে ১৩ করেই। শেষ ওভারের প্রথম বলে ছক্কা হাঁকানো রাহুল তেওয়াটিয়ার ব্যাট থেকে আসে ৪ বলে ৯। ২৬ বলে ৩ চার আর ৪ ছক্কায় অর্ধশতরান পূরণ করে অপরাজিত থাকেন জস বাটলার। মাহিশ থিকসানা ৩৫ রানে নেন ২টি উইকেট।

বিশ্বরূপ দে'র প্রতিষ্ঠান দি রেফিউজ-এর ১২৫ তম বর্ষপূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বরূপ দে শুধু ক্রীড়া সংগঠক বা পুরপিতাই নন, তাঁর অন্য পরিচয়ও রয়েছে। প্রায় নিঃশব্দেই অনাথ শিশুদের দেখভাল করেন বছরভর। তাঁরই প্রতিষ্ঠান দি রেফিউজ। দেখতে দেখতে দি রেফিউজ প্রতিষ্ঠানের ১২৫ তম বর্ষ পূর্তি হয়ে গেল। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বর্ষপূর্তির উদযাপন

হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেটের রাজকন্যা ঝুলন গোস্বামী, সিএবি সভাপতি স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবির যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস ও বাংলার প্রথম লোকায়ুক্ত মান্যবর বিচারপতি অসীম কুমার রায়। সুসজ্জিত ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থাপিত হয় বাংলার সংস্কৃতিও কৃষ্টির টুকরো মুহূর্ত।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

জেএনইউতে খরা কাটিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে এবিভিপি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বামেদের দাপট জারি রইল। কেন্দ্রীয় প্যানেলে চারটির মধ্যে তিনটিতেই জয়লাভ করেছে বামেরা। আরএসএস-অনুমোদিত এবিভিপি নয় বছর পর যুগ্ম সম্পাদক পদে জয়লাভ করেছে। এবিভিপি স্বাধীনভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

সোমবার ভোরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। প্রায় ৫,৫০০ পড়ুয়া ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। সোমবার প্রকাশিত ফলাফল বলছে, প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে। সেই অনুসারে, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (এআইএসএ) নীতীশ কুমার ১৭০২ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) শিখা স্বরা ১৪৩০ ভোট পেয়েছেন এবং স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএইআই) সমর্থিত তৈয়বা আহমেদ ৯১৮ ভোট পেয়েছেন।

ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (ডিএসএফ) মনীষা ১,১৫০ ভোট পেয়ে সহ-সভাপতি পদে জয়লাভ করেছেন। তিনি হারিয়েছেন এবিভিপির নিত্তু গৌতমকে। নিত্তু ১,১১৬ ভোট পেয়েছেন। ডিএসএফ সাধারণ সম্পাদক পদেও জয়লাভ করেছেন। মুন্তেহা ফাতিমা ১৫২০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। ওই পদে দ্বিতীয় হয়েছেন এবিভিপির কুনাল রাই। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১৪০৬ ভোট।

প্রগতিশীল ছাত্র সমিতির (পিএসএ) প্রার্থী নিগম কুমারীকে (১,২৫৬ ভোট) হারিয়ে যুগ্ম সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন এবিভিপির বৈভব মীনা। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১৫১৮। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন এআইএসএ-র নরেশ কুমার (১৪৩৩ ভোট)। জেএনইউ ছাত্র সংসদের যুগ্ম সম্পাদক পদে ২০১৫-১৬ সালে জিতেছিলেন এবিভিপির সৌরভ শর্মা। তার নয় বছর পর ফের জিতলেন এই গেরুয়া সংগঠনের বৈভব মীনা। জেএনইউএসইউয়ের সভাপতি পদে২০০০-০১ সালে শেষবার এবিভিপির সন্দীপ মহাপাত্র বিজয়ী হয়েছিলেন।

এই বছরের নির্বাচনে বাম জোটে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। এআইএসএ এবং ডিএসএফ এক জোট হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং এসএফআই এবং অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এআইএসএফ) বিরসা আম্বেদকর

ফুলে স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিএপিএসএ) এবং পিএসএর সঙ্গে জোট গঠন করে।

তিনটি কেন্দ্রীয় প্যানেল পদে বাম জোটের জয়কে স্বাগত জানিয়েছে এআইএসএ। তবে যুগ্ম সম্পাদক পদে এবিভিপির জয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এআইএসএ। এবিভিপির জয়কে জেএনইউ ক্যাম্পাসে বামপন্থীদের আধিপত্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এআইএসএ-এর তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, 'এটা সত্যিই উদ্বেগের বিষয় যে এবিভিপি ৮৫ ভোটের ব্যবধানে যুগ্ম সম্পাদক পদে জয়লাভ করেছে। ভর্তি প্রক্রিয়ার এই কাঠামোগত আক্রমণ এবং দুর্নীতি সত্ত্বেও যাতে ফ্যাকাল্টিতে বিজেপির অনুগতরা ক্যাম্পাসে একচেটিয়া প্রভাব কায়েম করতে না পারেন, তা নজরে রাখবে বামপন্থীরা।'

জোটের এই জয়কে সরকারের নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটি মতামত বলে অভিহিত করা হয়েছে, যা সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত শিক্ষাকে দুর্বল করে এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। বিপরীতে, এবিভিপি তাদের জয়কে 'জেএনইউর রাজনৈতিক দৃশ্যপটে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন' বলে অভিহিত করেছে এবং জানিয়েছে যে- এটি বামপন্থীদের 'তথাকথিত লাল দুর্গে আঘাত।'

জেএনইউ ছাত্র সংসদের নবনির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক মীনা বলেছেন, 'আমি এই জয়কে আমার ব্যক্তিগত অর্জন বলে মনে করছি না। বরং এটি উপজাতীয় চেতনা এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শের একটি বিশাল এবং আকর্ষণীয় বিজয়, যা বছরের পর বছর ধরে বামপন্থীরা দমন করে আসছে।'

৭২ ঘণ্টা যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন

কিভ, ২৮ এপ্রিল: ইউক্রেনে ৩ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী মাসেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ের ৮০ বছর পূর্ণ হবে। এই বিশেষ কারণে আপাতত লড়াই বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু এই যুদ্ধবিরতি কি আদৌ কার্যকর হবে? এর আগে ইস্টার উপলক্ষে ইউক্রেনে ২৪ ঘণ্টা সমস্ত সামরিক অভিযান বন্ধের ঘোষণা করেছিলেন পুতিন। কিন্তু উৎসবেও তিনি নিজের কথা রাখেননি। রাতভোর নানাভাবে ইউক্রেনে আঘাত হানার চেষ্টা করেছে রুশ ফৌজ। এমনটাই অভিযোগ ছিল ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির। ফলে এবারেও সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

ক্রেমলিনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'আগামী ৮ মে থেকে ১০ মে ৭২ ঘণ্টা সামরিক অভিযান বন্ধ রাখবে রাশিয়া। আমরা আশা করছি, ইউক্রেনও এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাবে।' প্রসঙ্গত, ইস্টারের আগে পুতিন ঘোষণা করেছিলেন, মানবিক কারণে শনিবার (১৯ এপ্রিল) রাত সাড়ে আটটা (মস্কোর সময় সন্ধ্যা ৬টা) থেকে রবিবার (২০ এপ্রিল) মধ্যরাত পর্যন্ত রাশিয়ার পক্ষে ইস্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল। এই সময়ে রাশিয়া যাবতীয় সামরিক অভিযান বন্ধ রাখবে। ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে রাশিয়ার সেনাপ্রধান ভ্যালারি গেরাসিমভকে নির্দেশও দিয়েছিলেন পুতিন।

কিন্তু ইস্টারের দিনই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির অভিযোগ করেন, ইস্টারে রাশিয়ার সেনাবাহিনী শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতির ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করছে। ওরা ইউক্রেনের অগ্রগতি রোখা আর এবং ক্ষতিসাধনের প্রচেষ্টা থেকে সরে আসেনি। রাতভর রুশ সেনা ফ্রন্টলাইনে হামলার চেষ্টা করছে।

মা ছাড়াই দুই সন্তান ফিরল পাকিস্তানে

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল: কোলের সন্তানরা পাকিস্তানে স্বামীর কাছেই ফিরে গেলেও সংসারে ফেরা আর হল না মার। এদেশে একাই থেকে গেলেন তিনি। সন্তানদের জন্য কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

জানা গিয়েছে, সানা এদেশের নাগরিক। ২০২০ সালে পাকিস্তানি চিকিৎসক বিলালের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি ভারতে এসেছেন। তার মধ্যে ঘটে যায় পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা। তড়িঘড়ি দেশ ছাড়ার নির্দেশ পাওয়ায়, পাকিস্তানে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেন। সীমান্তে পৌঁছেও পাকিস্তানে আর ফিরতে পারলেন না।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরেই কেন্দ্রের তরফে আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি পাকিস্তানিদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশমতো দুই কোলের সন্তানকে নিয়ে সীমান্তে পৌঁছন উত্তরপ্রদেশের মিরাটের বাসিন্দা সানা। কিন্তু কেন্দ্রের নিয়ম অনুযায়ী, সীমান্ত পেরিয়ে আর পাকিস্তানে যেতে পারলেন না তিনি।

সানা জানিয়েছেন, তাঁর দুই সন্তানের বয়স তিন ও এক বছর। তারা পাকিস্তানের নাগরিক। সেদিন সীমান্তে স্বামী এসেছিলেন তাঁদের ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু সানা থেকে গেলেন ভারতেই। দুই সন্তানকে নিয়ে ফিরে যান বিলাল। কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। সংসারে কাছের মানুষদের কাছেই ফিরতে চান সানা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

SILVER TOUCH CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
[Registration No. 30/RTAH/MIG of 2020 Dated 09-11-2020]
Registered Office: C/o. Ram Chand Chowdhury, 34, Dr. S.P. Mukherjee Road, P.O. + P.S. – Belgharia, Kolkata – 700 056
PUBLIC NOTICE
SILVER TOUCH CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD., intends to build one G+ 4 storied building on Plot No. 148 in Block No. IIIB, New Town, Kolkata, for which the said society desires to appoint one reputed HIDCO enlisted Architect & Contractor as per Co-operative law for preparation of building plan and other allied services respectively, interested Architects & Contractors are requested to contact the undersigned within 15 days.
Secretary
Silver Touch Co-Operative Housing Society Ltd.
Mobile : 98363 33359

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/HFA/NIT-31/2ND CALL/2024-25** for "Construction of Informal Market at different Wards within Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2025_MAD_839740_1** to **2025_MAD_839740_2.**
Sd/- **Chairman**
Krishnanagar Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-07/25-26
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the work: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_839851_1. **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_839864_1. **(3)** Tender ID No. 2025_ADDA_839874_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from the all benefited agencies for execution of following works under BIJUR-IIG.P. area. **1. Memo No.- 145/Bijur-II/2025,Tender No.- 01/2025-26, Date- 28/04/2025.** Closing date and time of Bid Submission- **06/05/2025 up to 5.30 P.M.** Please see details at Gram Panchayat Notice Board & website- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/ BIR/ MAY1/KAN/37/2025-26 dated-25/04/2025 bid submission date is 26/04/2025 from 5:00 PM** onwards to Last date **13/05/2025 till 5.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Kanachi Gram Panchayat

Sridharnagar Gram Pandhayat
Vill+P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist.-South 24 Parganas
On behalf of **Sridharnagar Gram Panchayat** under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No.235/SGP/Tied/2025**, Dated: **29/04/2025** within the G.P area. The last bid submission date is **05/05/2025 till 11 A.M.** For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Sridhannagar GP

Neeldiganta Cooperative Housing Society
Neeldiganta Cooperative Housing Society invites tenders from experienced contractors for the construction of a G+4 Residential building (approx. 8,500 sq.ft) under L1 Budget. Minimum 10 years' experience and execution of similar G+4 or above projects required. Tender validity: 2 weeks. Submission deadline: 14 days from notice. Email proposals to: neeldiganta cooperativehousings@gmail.com

NOTICE INVITING E-TENDER
Application are invited from Contractors/Agencies vide NIT bearing Memo nos. – BGP/ 201/2025, dated : 28/04/2025 (Sl no – 1) of the undersigned for implementation for installation of on-grid/off-grid hybrid solar power system for electrification & minorirrigation, 8KWP 96V 1200AH solar roof top power plant at the top of the Bandipur Gram Panchayat from 5th SFC. For details visit Office Notice Board and **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Bandipur Gram Panchayat
Barrackpore-II
North 24 Parganas

TENDER
Sealed Tender invited by The Prodhan, Palsunda-I Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Palsunda, Nadia. **NIT- 378/PAL-I/15TH CFC/2025.** Last date of submission **30.04.2025.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Palsunda-I Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নংঃ ০৯ডব্লুটিসিএওসিইআর ২০২৪-২৫ ই-টেন্ডারিং (ওপেন টেন্ডার) (টু প্যাকেট সিস্টেম) সংক্রান্ত সংশোধনী নং ৩। উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে কাজের নাম ছিল চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কনস্ট্রাকশন-এর অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-র জন্য জেনারেল কনসালট্যান্ট নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবের জন্য আবেদন (আরএফপি)। উপরোক্ত কাজ সম্পর্কিত **উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ৩০.০৪.২০২৫ দুপুর ৩টা থেকে** আবার পিছিয়ে **১৪.০৫.২০২৫ দুপুর ৩টা** করা হলো। উপরোক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
(CON-04/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) MAK-II/NIT/2/2025-26, dated : 28.04.2025, Fund: 15TH FC.** Bid submission start date: **28.04.2025 at 03.00PM.** Last date of Bid submission: **06.05.2025 up to 03.00 PM.** Date of opening : **08.05.2025 at 3.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender & e-Quotation
e-Tender & e-Quotation has been invited by the undersigned for **03 (three) nos.** schemes under **BEUP** bearing **Tender ID: 2025_ZPHD_838582_1 & Tender ID: 2025_ZPHD_839714_1 & 2**, for renovation of school building and purchasing AC Ambulances (2 nos.). Online bid submission will end on **02.05.2025 at 4:00 PM** and **06.05.2025 at 3:00 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo: 83/GM/NIT/WS/25, Dated: 21/04/2025
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-9(e)/2025-26(2nd Call), DT:-28/04/2025
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. **Name of the work:** (1) Improvement of Iron Elimination Plant at the Head Work site of Gobardanga W/S Scheme (Zone-II) within the jurisdiction of Gobardanga Municipality. Last date of submission of Bid on **14/05/25.** For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

বাড়ি-গাড়ি লোনে জিরো প্রসেসিং ফি, ফাটাফাটি অফার নিয়ে এল পিএনবি

যদি সহজে হোম লোন এবং কার লোন পাওয়া যায় তাহলে অনেকের উপকার হয়। প্রতিটি ব্যাঙ্কের এক্ষেত্রে নানা ধরণের স্কিম থাকে। সেগুলি আবার বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হতে থাকে। তবে যদি সঠিক সময়ে লোন নিতে পারেন তাহলে সেখান থেকে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

হোম লোন এবং কার লোনের ক্ষেত্রে বিরাট পদক্ষেপ নিল পিএনবি। তারা এবার নিয়ে এল নির্মাণ ২০২৫। এই প্রকল্পে অতি সহজেই মিলবে বাড়ি এবং গাড়ি লোন। এটি পিএনবি-র সমস্ত শাখা থেকেই পাওয়া যাবে। পিএনবি অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট থেকেও মিলবে এই অফার।

এখানে থাকছে জিরো প্রসেসিং ফি। থাকছে জিরো ডকুমেনটেশন চার্জ। এটি দিয়ে আপনি বাড়ি এবং গাড়ির জন্য লোন নিতে পারবেন। এখানে সুদের হারেও থাকছে বিশেষ ছাড়। চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকেই এই অফার শুরু হয়ে গিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, পার্সোনাল লোন, অটো লোন, এমএসএমই লোনেও খানিকটা হলেও সুদের হার কম হতে পারে। যেকোনও পিএনবি ব্যাঙ্কের শাখা থেকে মিলবে এই অফার। আরবিআই নতুন রেপো রেট ঘোষণা করার পরই দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক নানা ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছে। সেই পথে এবার হাঁটল পিএনবি। তারাও এই বিশেষ স্কিম করে সকলের পাশে থাকতে চাইছে।

তবে একটা বিষয় মনে রাখবেন যেখানেই বিনিয়োগ করবেন তার আগে ভাল করে খোঁজ করে নেবেন। তারপর নিজের সিদ্ধান্তে কাজ করবেন। যদি আপনি কোনও লোকসানের শিকার হন তাহলে তার দায় নেবে না আজকাল ডিজিটাল। তাই এখানে নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে কাজ করবেন।

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ আপনার কন্যার স্বপ্নকে সত্যি করতে পারে

মিউচুয়াল ফান্ড মানেই হল আপনাকে দীর্ঘসময় ধরে বিনিয়োগ করতে হবে। তাহলে সেখান থেকে কোটি টাকা আসতে পারে। যদি নিজের কন্যার জন্মের শুরু থেকে তার নামে আলাদা করে বিনিয়োগ করেন তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সে লাভবান হবে।

নিজের টাকা যদি এই চারটি মিউচুয়াল ফান্ডে খাটাতে পারেন তাহলে সেখান থেকে আপনার ভবিষ্যৎ হবে নিশ্চিত। পাশাপাশি আপনার কন্যার নামে যদি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। তার বিয়ে থেকে শুরু করে বাকি সব কাজের টাকা এখান থেকেই চলে আসবে। ৩ থেকে ৪ কোটি টাকার সফর একদিনে আসে না। তবে যদি ধৈর্য্য ধরে বিনিয়োগ করেন তাহলে সেখান থেকে ভাল রিটার্ন পাবেন।

মিউচুয়াল ফান্ডে টানা বিনিয়োগ আপনাকে দিতে পারে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মাসে কিছু টাকা যদি রাখেন তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সেখান থেকে কোটি টাকা আসা জলের মতো সহজ। তবে বিনিয়োগ করবেন বুদ্ধি খাটিয়ে।

যেখানেই বিনিয়োগ করবেন তার আগে সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করে নেবেন। যদি আপনি কোনও লোকসানের শিকার হন তাহলে তার দায় আজকাল ডিজিটাল নেবে না।

এসআইপি বিনিয়োগ সকলের কাছে একটি লাভের দিক। যদি বুদ্ধি করে বিনিয়োগ করা যায় তাহলে এখান থেকে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করা অতি সহজ। পাশাপাশি নিজের কন্যার জন্যও তৈরি করতে পারেন ভাল ভবিষ্যৎ।

প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা করে এসআইপিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। সেখানে আপনি ১০ হাজার টাকা করে চারটি এসআইপিতে বিনিয়োগ করতে পারেন।

আপনি যে চারটি মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নেবেন সেগুলি হল পরাগ পারিখ ফ্লেক্সি ক্যাপ, এইচডিএফসি ফ্লেক্সি ক্যাপ, টাটা স্মল ক্যাপ ফান্ড এবং মোতিলাল ওসওয়াল ফান্ড। যদি এই চারটি মিউচুয়াল ফান্ডে একসঙ্গে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকে আপনি ভাল রিটার্ন পাবেন।

কোটিপতির রহস্য লুকিয়ে রয়েছে সামান্য বিনিয়োগেই

কোটিপতি হতে সকলের ভাল লাগে। তবে যদি সঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে খুব কম সময়ের মধ্যে আপনি হতে পারেন কোটিপতি। সেখানে সেরা অপশন হতে পারে মিউচুয়াল ফান্ড।

এসআইপি হল এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস বা বছরে একবার বিনিয়োগ করতে পারেন। এখানে আপনি ১০০ টাকা থেকেও বিনিয়োগ করতে পারেন।

এসআইপি থেকে আপনি ভাল রিটার্ন পেতে পারেন। এটি আপনি নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন। প্রতি মাসে আপনার স্থির করা টাকা নিজে থেকেই এসআইপিতে চলে যাবে।

দীর্ঘসময় ধরে এসআইপিতে বিনিয়োগ করার মানসিকতা থাকতে হবে। তাহলেই ভাল রিটার্ন পাবেন। বাজারের ওঠানামা নিয়ে চিন্তা না করে বিনিয়োগ করতে হবে।

মিউচুয়াল ফান্ড থেকে টাকা পেতে হলে খুব কম বয়স থেকেই বিনিয়োগ শুরু করতে হবে। যদি ১ কোটি টাকা পেতে চান তাহলে মাসে বিনিয়োগ করতে হবে ১৫ হাজার টাকা। সুদের হার থাকবে ১২ শতাংশ করে।

যদি ১০ বছর ধরে মাসে ১৫ হাজার করে বিনিয়োগ করেন তাহলে মোট টাকা হবে ১৮ লাখ। ক্যাপিটাল গেন হবে ১৫ লাখ ৬০ হাজার ৫৩৮ টাকা। মোট করপাস হবে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার ৫৩৮ টাকা।

যদি ১৫ বছর ধরে মাসে ১৫ হাজার করে বিনিয়োগ করেন তাহলে মোট টাকা হবে ২৭ লাখ। ক্যাপিটাল গেন হবে ৪৪ লাখ ৩৮ হাজার ৯৭১ টাকা। মোট করপাস হবে ৭১ লাখ ৩৮ হাজার ৯৭১ টাকা।

যদি ১৮ বছর ধরে ১৫ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে মোট টাকা হবে ৩২ লাখ ৪০ হাজার। ক্যাপিটাল গেন হবে ৭৪ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ টাকা। মোট করপাস হবে ১ কোটি ৬ লাখ ৭৫ হাজার ৯২৯ টাকা।

তবে যেখানেই বিনিয়োগ করবেন তার আগে ভাল করে জেনে নেবেন। যদি আপনি কোনও ক্ষতির সামনে পড়েন তাহলে তার দায় আজকাল ডিজিটাল নেবে না।

আগামী বছরেই সোনার দাম হবে ৩ লাখ! অশনি সঙ্কেত দিল আমেরিকার জে পি মর্গান

সোনার দাম প্রতিদিন বাড়ছে। সেখানে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে সোনার দাম। এরই মধ্যে আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান জানিয়ে দিলেন ২০২৬ সালে সোনার দাম নাকি ৩ লাখ টাকা পার করবে।

আমেরিকার প্রতিষ্ঠান জে পি মর্গান মনে করছেন ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে সোনার দাম ৪ হাজার মার্কিন ডলারের কাছে চলে যাবে। মার্কিন শুল্ক নীতি, মার্কিন দেশের সঙ্গে চিনের সম্পর্কের অবনতি হলুদ ধাতুর বাজার দরে বিরাট প্রভাব ফেলবে।

চলতি বছরেই সোনার দাম ধীরে ধীরে লাখ টাকার কাছে চলে গিয়েছে। এই দাম বছরের শেষদিকে আরও বাড়বে। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে দাম প্রায় ৪ হাজার মার্কিন ডলারের কাছে থাকবে। ভারতীয় মুদ্রায় এর দাম হতে পারে প্রায় ৩ লাখ ৪১ হাজার ৫৫৮ টাকার সমান।

জে পি মর্গান জানিয়েছে, আমেরিকা এবং চিনের মধ্যে শুল্কযুদ্ধ যে আকার ধারণ করেছে, তাতে সোনার দাম আরও বাড়তে পারে। অর্থনৈতিক মন্দার

সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না তারা। তারা আরও জানিয়েছে, প্রত্যাশার তুলনায় চাহিদা বেড়ে গেলে, চলতি বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকেই সোনার দাম আউন্স প্রতি ৩৬৭৫ ডলারে পৌঁছে যেতে পারে, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা।

২২ এপ্রিল সর্বপ্রথম সোনার দাম প্রতি আউন্সে ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০০ ডলার ছোঁয়, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। ভারতে সোনার দাম ইতিমধ্যেই প্রতি ১০ গ্রামে ১ লক্ষের কোটা পেরিয়ে গিয়েছে। যদি দাম আরও বাড়ে তাহলে সোনায় হাত ছোঁয়ানো অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে ভারতীয়দেরও। জে পি মর্গানের-এর পূর্বাভাস বলছে, ২০২৫ সাল শেষ হতে হতেই সোনার দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।

কেন সোনার দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারে, তার কারণও খোলসা করেছে জে পি মর্গান। তাদের দাবি, সোনায় বিনিয়োগ বাড়ছে যেমন, বাড়ছে সোনার চাহিদাও। আমেরিকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে ইতিমধ্যেই সোনার চাহিদা বেড়ে প্রতি ত্রৈমাসিকে গড়ে ৭১০ টন হয়ে গিয়েছে। তবে যদি চাহিদা হ্রাস পায়, শুল্কনীতি নিয়ে ট্রাম্প যদি একরোখা ভাব ছেড়ে নমনীয় বন, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে।

ক্যারিয়ার

এনজিও ম্যানেজমেন্ট

জয়দেব বেরা

এনজিও হল এক ধরনের বেসরকারি সমাজকল্যাণ মূলক সংস্থা, যা সরকার দ্বারা নিবন্ধিত ।এনজিও মূলত আর্থ-সামাজিক,স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা মূলক বিষয় সহ আরও অন্যান্য সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করে। এনজিও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রকারের হতে পারে। এনজিও প্রফেশনালভাবে মানবকল্যাণ তথা সমাজকল্যাণ এর সহিত সংযুক্ত ।তাই কাজকর্মের জন্য এনজিওতে বিভিন্ন কর্মীরও প্রয়োজন হয় ।যেমন-প্রোগ্রাম অফিসার,ফিল্ড অফিসার,প্রজেক্ট কোর্ডিনেটর, কাউন্সেলর,গ্রুপ লিডার সহ অন্যান্য সমাজকর্মীগণ ।বর্তমান সময়ে এনজিও এর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এনজিওতে বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগও বাড়ছে ।মূলত সমাজতত্ত্ব, সমাজকর্ম, মনোবিদ্যা,জনপ্রশাসন সহ এনজিও ম্যানেজমেন্ট এর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রফেশনাল সমাজকর্মী হিসাবে এই এনজিওর কাজের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকেন ।তবে যে কেউ সাধারণভাবে এনজিওর সাথে সংযুক্ত হতেই পারেন ।কিন্তু প্রফেশনাল সমাজকর্মী হিসাবে এনজিওতেও যুক্ত হতে হলে এনজিও বিষয়ক বা স্বাস্থ্য ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক ডিগ্রি থাকতে হবে ।এনজিও ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি মূলত এনজিও নিয়েই অধ্যয়ন করে ।তাই এই বিষয়ক কোর্স বা ডিগ্রি থাকলে এনজিওতে খুব সহজেই প্রফেশনালভাবে যুক্ত হওয়া যেতে পারে।

কোথায় পড়ানো হয়

এনজিও ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সরকারি-বেসরকারি একাডেমিতে পড়াশোনা হয়ে থাকে ।এই বিষয় নিয়ে সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা এবং পিজি ডিপ্লোমা কোর্সও হয়ে থাকে। এই কোর্সটি রেগুলার এর পাশাপাশি অনলাইন বা ডিসস্টেন্স মোডেও সম্পন্ন করা যায়। যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোর্সটি পড়ানো হয় তা হল -মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়,আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, ঈগনু,অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়, IIBMS–IIHMR বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরের Mind Wellness Academy থেকেও অনলাইনের মাধ্যমে এই কোর্সটি পড়ানো হয়ে থাকে ।এছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে এই কোর্সটি পড়ানো হয়ে থাকে।

যোগ্যতা

এনজিও ম্যানেজমেন্ট এর উপর সার্টিফিকেট কোর্স করতে হলে শিক্ষার্থীকে নূন্যতম উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে এবং ডিপ্লোমা ও পিজি ডিপ্লোমা করতে হলে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাশ হতে হবে ।এই কোর্সটি সবাই করতে পারেন তবে মূলত সামাজিক বিজ্ঞান এর ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

খরচ

এই কোর্সটি করতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ফি নিয়ে থাকে। কমপক্ষে প্রায় ৩ হাজার টাকা থেকে শুরু করে প্রায় ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত কোর্স ফি নেওয়া হয়ে থাকে।

ভর্তির প্রসেস

এনজিও ম্যানেজমেন্ট কোর্সের ভর্তির জন্য সেভাবে কোনও বিশেষ প্রসেস নেই। তবে এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা একাডেমির নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট নজর রাখতে হবে ।অনলাইনের মাধ্যমেই আবেদন করতে হয়।

কাজের সুযোগ

এনজিও ম্যানেজমেন্ট এর কোর্স করা থাকলে মূলত এনজিওতে যে সমস্ত কাজের সুযোগ পাওয়া যায় সেগুলি হল — প্রোজেক্ট অফিসার, ফিল্ড অফিসার, টিম লিডার, প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর, সুপারভাইজার, তহবিল সংগ্রহ ব্যবস্থাপক সহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজও। মূলত এম.এ.সমাজতত্ত্ব/মনোবিদ্যা,ঋ(ঢ,এমবিএ এর সাথে এই কোর্সটি করা থাকলে এনজিওতে আরও অনেক উচ্চ পদে পেশাগত দিক দিয়ে যুক্ত হওয়া যায়।

লেখক: অতিথি অধ্যাপক,সমাজকর্মী এবং সমাজ-মনোবিশ্লেষক